Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 27, 1432 Bangla, February 10, 2026, Tuesday, No. 41, 56th year

H I G H L I G H T S

Chief Advisor Dr Muhammad Yunus has expressed optimism that this year's election will be 'one of the best elections' in country's history. He adds, almost 90% of goals with which interim govt. started working, have been implemented. [Jago FM: 24]

Senior Secretary of Bangladesh Election Commission Secretariat Akhtar Ahmed has said there is no concern about the 13th national elections and referendum to be held on February 12. [Jago FM: 25]

Interim govt. is set to sign a trade deal with United States at the end of its term. The govt hopes that the new deal will significantly reduce the additional tariffs imposed by the Trump administration. [BBC: 13]

Referring to the Sheaf of Paddy as a symbol of independence, sovereignty & changing people's destiny, BNP Chairman Tarique Rahman has called on people to start journey of rebuilding country by voting for the Sheaf of Paddy on February 12. [Jago FM: 22]

Jatiya Party-backed candidate for Dhaka-11 constituency Shamim Ahmed has filed a writ petition seeking suspension of the candidacy of NCP nominated candidate Nahid Islam, on allegations of dual citizenship. [BBC: 16]

Bangladesh has granted Japan duty-free access to 98 service sectors under the Economic Partnership Agreement. In return, Japan has granted Bangladesh duty-free access to 120 service sectors. [Jago FM: 24]

India is watching the February 12 elections in Bangladesh with eagerness & anxiety. It is quite rare in Delhi to observe such a cautious approach to the general elections of a neighboring country. [BBC: 10]

EC has reversed its previous decision to permit voters, candidates, agents, journalists & observers to carry mobile phones into polling centers after widespread criticism from several political parties. [BBC: 09]

Amidst the threats surrounding national elections, disinformation spreading on social media poses a silent threat. Analysts warn, this wave of well-organized propaganda could seriously influence voters' decisions. [DW: 21]

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ২৭, বাংলা ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ১০, ২০২৬, মঙ্গলবার, নং- ৪১, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

এবারের নির্বাচন দেশের ইতিহাসে `ওয়ান অব দ্য বেস্ট ইলেকশন, হবে -- আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার যে-সব লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছিল, তা প্রায় ৯০ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে। [জাগো এফএম: ২৪]

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। [জাগো এফএম: ২৫]

মেয়াদের শেষদিকে এসে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্যচুক্তি করতে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। নতুন এই চুক্তির মাধ্যমে ট্রাম্প প্রশাসনের চাপানো বাড়তি শুল্ক অনেকটা কমবে বলে আশা করছে সরকার। [বিবিসি: ১৩]

ধানের শীষকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশ পুনর্গঠনের যাত্রা শুরু করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। [জাগো এফএম: ২২]

দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগ এনে ঢাকা-১১ আসনের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের প্রার্থিতা বাতিল চেয়ে আবেদন করেছেন একই আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী শামীম আহমেদ। [বিবিসি: ১৬]

অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তির আওতায় জাপানকে ৯৮টি সেবাখাতে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়েছে বাংলাদেশ। বিপরীতে বাংলাদেশকে ১২০টি সেবাখাতে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়েছে জাপান। [জাগো এফএম: ২৪]

বাংলাদেশের ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের দিকে প্রতিবেশী ভারত অধীর আগ্রহ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে। প্রতিবেশী কোনও রাষ্ট্রের সাধারণ নির্বাচনে এতটা সতর্ক নজর দিল্লিতে বেশ বিরলও বটে। [বিবিসি: ১০]

বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের ব্যাপক সমালোচনার পর ভোটার, প্রার্থী, এজেন্ট, সাংবাদিক এবং পর্যবেক্ষকদের ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন বহনের অনুমতি দেওয়ার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছে নির্বাচন কমিশন। [বিবিসি: ০৯]

জাতীয় নির্বাচন নিয়ে নানা হুমকির মধ্যে বিপদ ডেকে আনছে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অপতথ্য। বিশ্লেষকরা সতর্ক করে বলছেন, সুসংগঠিত অপপ্রচারের এই ঢল ভোটারদের সিদ্ধান্তকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। [ডয়চে ভেলে: ২১]

বিবিসি

ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চলছে : তারেক রহমান

নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চাইলেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ধর্মীয় অপব্যাখ্যায় কাউকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানদের ধারাবাহিক ভাষণের অংশ হিসেবে সোমবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। মি. রহমান বলেন, "৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কে কোন ধর্মের এটি কোনো জিজ্ঞাসা ছিল না, ২৪-এর স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধেও কে কোন ধর্মের, এটি কোনো জিজ্ঞাসা ছিল না।„ কোনো দলের নাম উল্লেখ না করে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, "দলীয় স্বার্থে ধর্মের অপব্যাখ্যা করে বিশ্বাসী মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করারও অপচেষ্টা চালাচ্ছে, সুতরাং সকল বিশ্বাসীদের প্রতি আহ্বান, কেউ যেন বিশ্বাসী মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে, সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।„ প্রায় চল্লিশ মিনিটির এই ভাষণে রাষ্ট্র গঠন, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতিসহ নানা বিষয়ে নিজের পরিকল্পনা তুলে ধরেন বিএনপি চেয়ারম্যান। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের কাছে রাষ্ট্র এবং সরকারকে দায়বদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। তিনি বলেন, "দেশে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে যতটা কঠোর হওয়া যায়, বিএনপি সরকার ততটাই কঠোর হবে।„ বিএনপিসহ গণতন্ত্রের পক্ষে যে-সব দল এবং ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করেছে, অত্যাচারের শিকার হয়েছে, তাদেরকেও স্মরণ করেন বিএনপি চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, "বিএনপিসহ গণতন্ত্রের পক্ষের সব দল এবং মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলন করেছে। এই সময়ে হাজার হাজার মানুষকে গুম খুন করা হয়েছিল।„ দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে অতীতে যে-সব ভুল হয়েছে, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাংলাদেশ গঠনেও ভোটারদের সমর্থন চান মি. রহমান।

যা বললেন বিএনপি চেয়ারম্যান

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণার শেষ মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে নির্বাচনি ভাষণ দেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সোমবার সন্ধ্যায় একইভাবে জাতির উদ্দেশ্যে নির্বাচনি ভাষণ দেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। এর আগে, রবিবার ভাষণ দিয়েছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম এবং জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের আমির মামুনুল হক। নিজের ভাষণে রাষ্ট্র গঠনের নানা পরিকল্পনা তুলে ধরেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, চার কোটির বেশি তরুণ, দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীকে বাদ রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এই নির্বাচনকে নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পাওয়ার সুযোগ হিসেবে উল্লেখ করেন মি. রহমান। বলেন, বেকার জনগোষ্ঠী এবং নারীদের উন্নয়নে নানা পরিকল্পনা রয়েছে তার। তিনি জানান, দেশের বেকার সমস্যা নিরসনে আর্থিক খাতের সংস্কার এবং শিল্প ও বাণিজ্যে এক কোটি কর্মসংস্থান তৈরির উপায় ও কর্মকৌশল নিয়েছে বিএনপি। দেশের অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়নে অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নের পরিকল্পনা তুলে ধরেন বিএনপি চেয়ারম্যান। অঞ্চলভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী পণ্যের উৎপাদন এবং এসএমই খাতে স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার কথাও জানান তিনি। এছাড়া, তথ্য-প্রযুক্তি খাতে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পাশাপাশি এই খাতে আট লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান গড়ে তোলার বার্তাও দেন তিনি।

বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, "প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা হবে। যাতে বেকার যুবক কিংবা তরুণ তরুণীরা দেশে বিদেশে উচ্চ বেতনে চাকরির জন্য প্রস্তুত হয়ে সরাসরি কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে পারেন।„ এছাড়া, সরকার গঠন করতে পারলে বিপুল-সংখ্যক শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের ছয় মাস থেকে এক বছর অথবা কর্ম সংস্থান হওয়ার আগ পর্যন্ত বিশেষ বেকার ভাতা দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। নারীদের অধিকার নিশ্চিতে বিএনপির নানা পরিকল্পনার কথাও জানান মি. রহমান। তিনি বলেন, নারীদেরকে রাষ্ট্র, রাজনীতি এবং অর্থনীতির মূল ধারার বাইরে রেখে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিএনপি ক্ষমতায় এলে নিম্ন আয়ের মানুষকে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার কথা বলেন তিনি। জানান, "প্রতিটি পরিবারের নারী প্রধানের নামে এই কার্ড ইস্যু করা হবে। "প্রথম পর্যায়ে প্রান্তিক এবং নিম্ন আয়ের পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ডে প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকা কিংবা সমমূল্যের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তা দেওয়া হবে,„ বলেন মি. রহমান। নারী শিক্ষার উন্নয়নে নারীদের বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি নীতি নির্ধারণে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো হবে বলেও ঘোষণা দেন তিনি। এছাড়া নারীদের প্রতি সহিংসতা বন্ধেও কঠোর আইন প্রয়োগের কথা জানান বিএনপি চেয়ারম্যান।

দেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, বিএনপি নির্বাচিত হলে কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় ফার্মার্স কার্ড ইস্যু করা হবে। বিএনপির কর্মপরিকল্পনায় কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও যুগোপযোগী করতে ঢেলে সাজানো হবে বলেও জানান মি. রহমান। বলেন,

হাইস্কুল পর্যায় থেকেই কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনার কথা। শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনাও মানুষের সামনে তুলে ধরেন তারক রহমান। তিনি বলেন, ”সারা দেশে এক লক্ষ হেলথ কেয়ারার নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, যার ৮০ শতাংশই হবে নারী।„ এছাড়া তথ্য প্রযুক্তি খাতকে রাষ্ট্রীয় সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিএনপি চূড়ান্ত করেছে বলেও জানান বিএনপি চেয়ারম্যান।

নানা পরিকল্পনার পাশাপাশি এসব অর্থ কীভাবে আসবে এবং এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন কীভাবে, তারও একটি ধারণা নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেছেন তারেক রহমান। ”ফ্যাসিবাদ আমলে প্রতিবছর দেশ থেকে ১৬ বিলিয়ন ডলার পাচার করা হতো। এই পাচার রোধ করা গেলে ফ্যামিলি কার্ড বা ফার্মার্স কার্ডের মতো পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন অসম্ভব নয়,„ বলেন তিনি। তারেক রহমান বলেন, এবারের নির্বাচনের মাধ্যমে কেবল রাষ্ট্রের মালিকানায় নয়, জনগণ যাতে তাদের অধিকার পায়, সেই বিষয়টি বাস্তবায়ন করতে চায় তার দল। জনগণের রায়ে বিএনপি নির্বাচিত হলে সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য যথাসময়ে পে-স্কেল বাস্তবায়ন করা হবে বলেও জানান তিনি। এছাড়া, প্রবাসীদের অবদানের কথাও উল্লেখ করেন মি. রহমান। বলেন, তাদের সম্মান, সুরক্ষা, অধিকার রক্ষায় প্রবাসীদের জন্য প্রবাসী কার্ড বাস্তবায়ন করতে চায় তার দল। বিদেশে যাওয়ার সময় টাকার অভাবে কারো যেন জমি বিক্রি করা না লাগে, সেজন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ঋণ সুবিধা চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে তার। এছাড়া, নিজের পিতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কথা উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, নির্বাচিত হলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণাঙ্গ আস্থা ও বিশ্বাস কথাটি আবারও সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হবে। মি. রহমান বলেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে দেশের বাইরে থাকতে বাধ্য হলেও, দেশের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রেখেছেন তিনি। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, ”নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আপনাদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করছে কিনা, সেদিকে নজর রাখবো আমি।„ এছাড়া, অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে, ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গঠনে সবার কাছে আগামী নির্বাচনে ধানের শীষকে জয়ী করার কথা বলেন তারেক রহমান।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

'লুটেরা গোষ্ঠীকে' নিয়ন্ত্রণে ভোট চাইলেন জামায়াত আমির

”একটি মহল পরিবর্তনের বিরোধী, কারণ পরিবর্তন হলেই তাদের অপকর্মের পথ বন্ধ হবে। মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার সুযোগ থাকবে না।„ রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন বিটিভি ও বেতারে সোমবার সন্ধ্যায় দেওয়া নির্বাচনি ভাষণে এই মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। প্রায় ২০ মিনিটের এই ভাষণে নির্বাচিত হলে দেশ গঠনে জামায়াতে ইসলামী কী পদক্ষেপ নেবে, সেসব বিষয় তুলে ধরেন জামায়াত আমির। তিনি বলেন, নির্বাচিত হলে নারীদের অধিকার রক্ষা এবং বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তুলবে তাদের সরকার। বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার সমুন্নত রাখার কথাও বলেন তিনি। ”যে সমাজে নারীর মর্যাদা দেওয়া হয় না, সে সমাজ কখনও সমৃদ্ধ হতে পারে না। আমরা ক্ষমতায় গেলে নারীরা মূল ধারার নেতৃত্বে থাকবেন,„ বলেন মি. রহমান। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধানদের জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণ বাংলাদেশ টেলিভিশন বা বিটিভি ও বেতারে প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন বা ইসি। এর আগে, রোববার গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম এবং জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের আমির মামুনুল হক।

ভাষণে যা বললেন জামায়াত আমির

নির্বাচনে অংশ নেওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানদের ভাষণ, রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারের অংশ হিসেবে সোমবার সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে প্রচার করা হয় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের ভাষণ। জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এই নির্বাচনি ভাষণে ন্যায় ও ইনসাফ-ভিত্তিক সমাজ গঠনে দেশের মানুষের কাছে ভোট চান জামায়াত আমির। সবশেষ তিনটি জাতীয় নির্বাচনের উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভোটের নামে তামাশা করে মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। দেশের মানুষের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই জুলাই অভ্যুত্থান হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, জুলাই পরবর্তী সময়ে গঠিত সরকার রাষ্ট্র সংস্কারে কিছু পদক্ষেপ নিলেও, তা বাস্তবায়ন হয়নি। এসব বাস্তবায়নের জন্য গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোট দেওয়ারও আহ্বান জানান মি. রহমান। কেবল পারিবারিক পরিচয়ে কেউ দেশের চালকের আসনে বসতে পারবে না উল্লেখ করে জামায়াত আমির বলেন, মানুষকে অধিকার বঞ্চিত করা যাবে বলেই একটি মহল পরিবর্তন চায় না। মি. রহমান বলেন, ”শাসক শ্রেণি ক্ষমতায় বসে নিজেদেরকে রাষ্ট্রের মালিক মনে করেছে। তারা জনগণের সম্পদ লুট করেছে।„ অতীতে জামায়াত ইসলামীর যারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, তারা কেউই দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি।

তরুণদেরকে দেশের ভবিষ্যৎ পরিচালক উল্লেখ করে মি. রহমান বলেন, ”তরুণদের হাতেই দেশ তুলে দিতে চাই, আমরা থাকবো প্যাসেঞ্জার সিটে।„ দেশের নারী এবং সংখ্যালঘু ভোটারদের উদ্দেশ্যেও নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন জামায়াত আমীর। বলেন, জামায়াত রাষ্ট্র ক্ষমতায় এলে নারীরা মূল ধারার নেতৃত্বে থাকবে। ”যে সমাজ নারীর মর্যাদা

দেওয়া হয় না, সে সমাজ কখনও সমৃদ্ধ হতে পারে না,„ বলেন তিনি। বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতের কথাও উল্লেখ করেন জামায়াত আমির। বলেন, ”এই বাংলাদেশ মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবার। ভয়ভীতি ছাড়া সবাই বসবাস করবে।„ এছাড়া, নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতার আসনে বসলে দেশের অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক কেমন হবে, সে বিষয়েও নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন মি. রহমান। আন্তর্জাতিক পরিসরে ন্যায্য এবং সমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার কথাও বলেন ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, ”পরীক্ষিত বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে সমতার ভিত্তিতে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির প্রত্যাবর্তনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে,„ বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এছাড়া, দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে ব্যাপক সংস্কারের কথাও উল্লেখ করেন শফিকুর রহমান। বলেন, নির্বাচিত হলে ব্যবসাকে বিনিয়োগ বান্ধব করে তুলতে চান তারা। এছাড়া পলিসি সামিটের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন তিনি। প্রবাসীদের অধিকার রক্ষায় নানা পদক্ষেপের কথাও বলেন মি. রহমান। বলেন, প্রবাসীরা যাতে নিপীড়িত না হন, সেদিকেও নজর রাখার কথা বলেন তিনি। নির্বাচনের আচরণবিধি এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্মান জানিয়ে রাজনৈতিক স্থিতিশিলতা নিশ্চিত করার কথাও জানান জামায়াত আমির। বিচার বিভাগকে ঢেলে সাজানোর কথা বলেন মি. রহমান। বলেন, বৈশ্বিক উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন নিরসনে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সাধ্যমতো পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও। ”নিপীড়নের শিকার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজ দেশে নিরাপদ এবং সম্মানজনক প্রত্যাবর্তনের জন্য সব ধরনের কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা হবে,„ বলেও জানান তিনি। 'রাজনৈতিক কথার ফুলঝুড়ির বাইরে এসে বাস্তবতার আলোকে সৎ ও দক্ষ নেতৃত্ব' প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ”আমরা জুলাই আর চাই না, আমরা এমন বাংলাদেশ চাই, যেখানে মানুষকে আর রাস্তায় নামতে হবে না।„(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

যে সমস্ত এলাকায় ভোট নিয়ে আশঙ্কা আছে, সে সব জায়গায় বিশেষ নজরদারির দাবি জামায়াতের

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে যে সমস্ত এলাকায় ভোট নিয়ে আশঙ্কা আছে, সে সব জায়গায় বিশেষ নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। সোমবার বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ শেষে এ কথা জানান জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও দলের মুখপাত্র এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। রোববার রাতে নির্বাচন কমিশনের একটি পরিপত্র জারি করা হয়। যেখানে নির্বাচন কর্মকর্তা ও পুলিশ ছাড়া কাউকে ভোট কেন্দ্রের চারশো গজের ব্যাসার্ধের ভেতর প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার কথাও জানানো হয়। এতে আগামী নির্বাচনে সাংবাদিকদের মোবাইলে ভোটের সংবাদ সংগ্রহের পথও বন্ধ হয়ে যায়। এ নিয়ে তীব্র সমালোচনায় পড়ে ইসি। এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে রোববার বিকেলে ইসিতে আসে জামায়াত ও এনসিপির নেতারা। ইসির সাথে বৈঠক শেষে জামায়াত নেতা মি. জুবায়ের বলেন, ”আমরা মোবাইল নিয়ে ইসির চিঠির বিষয়ে আমাদের অবস্থান জানিয়েছি। তারা আমাদের বলেছে, এটা প্রত্যাহার হয়ে যাবে। এই ধরনের চিঠি অস্থিরতা তৈরি হয়। ইসির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।„ এসময় ভোটের সময় প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের বিষয়েও ইসিতে অভিযোগের কথা জানায় জামায়াত ও এনসিপির নেতারা। এনসিপির মুখপাত্র ও সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ এ সময় প্রশাসনে রদবদলে একটি দলকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ জানান ইসির কাছে। তিনি বলেন, ”প্রশাসনের রদবদলের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন একটা দলকে একটু বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট দলের প্রার্থীকে শোকজ করা হলে সাথে সাথে ওই কর্মকর্তাকে সেখান থেকে বদলি করা হচ্ছে।„ কিছু জায়গায় নির্বাচনের কর্মকর্তারা অস্বাভাবিক আচরণ করছে বলেও ইসির কাছে অভিযোগ জানিয়েছে জামায়াত ও এনসিপি জোটের নেতারা। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৯.০২.২০২৬ এলিনা)

ফ্যামিলি কার্ডে প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকা কিংবা সমমূল্যের খাদ্য সহায়তা দেওয়া হবে

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বিএনপি সরকার গঠনে সক্ষম হলে দেশের প্রতিটি পরিবারের জন্য ফ্যামিলি কার্ড ইস্যু করবে বিএনপি। তিনি বলেন, প্রথম পর্যায়ে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা ও নিম্ন আয়ের সুরক্ষা দিতে ফ্যামিলি কার্ডে প্রতিমাসে আড়াই হাজার টাকা কিংবা সমমূল্যের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তা দেওয়া হবে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার বাংলাদেশ টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে এই কথা জানান বিএনপি প্রধান। তিনি বলেন, ”দেশের অর্ধেকের বেশি জনশক্তি নারী শক্তিকে রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতির মূল ধারার বাইরে রেখে দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়। দেশে মোট ৪ কোটি পরিবার রয়েছে। এবার প্রথমবারের মতো দেশের প্রতিটি পরিবারের জন্য ফ্যামিলি কার্ড ইস্যু করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পরিবারের নারী প্রধানের নামে ফ্যামিলি কার্ড ইস্যু করা হবে।„ বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, ”বিএনপি সরকার গঠন করতে সক্ষম হলে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের ছয় মাস থেকে সর্বোচ্চ এক বছর, কিংবা কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ আর্থিক ভাতা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।„ ”আমরা মনে করি, এই বেকার ভাতা একজন শিক্ষিত বেকারকে সে উদ্যোগে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্জনেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে,„ যোগ করেন তিনি। তারেক রহমান বলেন, ”প্রতিটি নাগরিকের হারানো রাজনৈতিক

ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন একটি বড়ো সুযোগ। দেশের নাগরিকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করা হয়েছে।„ বিএনপি নেতা বলেন, ”প্রতিটি সেক্টর ও প্রতিটি শ্রেণি-পেশার মানুষকে লক্ষ্য করে একটি স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য আমরা আমাদের পরিকল্পনা সাজিয়েছি।„ বেকার সমস্যা সমাধানে বিএনপির পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে তারেক রহমান বলেন, ”বেকার সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ব্যাংক, বীমা, পুঁজিবাজারসহ দেশের অর্থনৈতিক খাতের সার্বিক সংস্কার ও অঞ্চলভিত্তিক ও অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা এবং শিল্প ও বাণিজ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে-বিদেশে এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।„ তিনি বলেন, ”এভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি সেক্টরকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে কর্মসংস্থান তৈরির উপায় এবং কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দেশব্যাপী কারিগরি ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা হবে।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৯.০২.২০২৬ এলিনা)

তীব্র আপত্তির মুখে মোবাইল ফোন নিয়ে পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন ইসির

নানা সমালোচনা ও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের আপত্তির পর ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ব্যবহারের আগের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে নির্বাচন কমিশন। সোমবার সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশনে এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশন সচিব আখতার আহমেদ জানান, নির্বাচনের দিন ভোটার, প্রার্থী এবং এজেন্ট ও সাংবাদিকরা ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে যেতে পারবেন। এর আগে, রোববার রাতে নির্বাচন কমিশন ভোটগ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে মোবাইল ফোন বহন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে একটি নির্দেশনা জারি করেছিল। পরে এ নিয়ে নানা সমালোচনা তৈরি হয়। ইসির নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সচিব বলেন, ”মোবাইল ফোন নিয়ে ভোটাররা ভেতরে যাবেন, প্রার্থীরা যাবেন এবং এজেন্টরাও যাবেন। তারা ছবিও তুলতে পারবেন, তবে কোনোভাবেই গোপন কক্ষের ভেতরে মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করা বা ছবি তোলা যাবে না।„ এর আগে, বিকেলে মোবাইল ফোন নিয়ে ইসির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বৈঠক করে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির নেতারা। এদিন একই বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে ইসির সাথে বৈঠক করে ডাকসুর একটি প্রতিনিধি দল। সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে ইসি সচিব বলেন, ”রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আজ এসেছিলেন। তাদের প্রধান কনসার্ন ছিল মোবাইল ফোন। এখানে কিছুটা মিস-কমিউনিকেশন হয়েছে। আমরা যা বোঝাতে চেয়েছি, তা লিখিতভাবে সেভাবে প্রকাশ পায়নি। মোবাইল ব্যবহারের ওপর কিছু বিধি-নিষেধ থাকবে, যা আমরা এখন ফিল্টার করছি।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৯.০২.২০২৬ এলিনা)

মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সভা-সমাবেশ নিষেধাজ্ঞা

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণার সময় শেষ হচ্ছে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টায়। এরপর থেকে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকায় জনসভা, মিছিল বা শোভাযাত্রা করা যাবে না। সোমবার নির্বাচন কমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৭৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী ৪৮ ঘণ্টা এবং ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকায় কোনো জনসভা, মিছিল বা শোভাযাত্রা করা যাবে না। মঙ্গলবার রাত ১২টা থেকে শুক্রবার রাত ১২টা পর্যন্ত মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞার কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এ বিষয়ে দেওয়া ইসির এক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফশিল অনুসারে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের নির্দেশনা অনুযায়ী, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৯.০২.২০২৬ এলিনা)

অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছরে অর্থনীতি কতটা পাল্টালো?

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার যখন ক্ষমতায় আসে, বাংলাদেশের অর্থনীতি তখন 'নাজুক' অবস্থায় ছিল বলে আলোচনা হচ্ছিল। ফলে এই সরকারের শেষ সময়ে এসে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে, গত দেড় বছরে সেই অবস্থা কতটা পাল্টাতে সক্ষম হলো তারা। মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, নিত্যপণ্যের লাগামহীন দাম, ডলার সংকট, বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ, পাচারের অর্থ ফেরত আনাসহ নানামুখী চ্যালেঞ্জ ছিল। ”শেখ হাসিনার সরকারের পতন ঘটনার পর অর্থনীতির যে দুর্দশা দেখা গিয়েছিল, সেটা সামাল দেওয়াটাই তখন বড়ো চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিল। সেটা তারা পেরেছেন, যার ফলে অর্থনীতি পুরোপুরি ভেঙে পড়েনি,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন। তবে ভেঙে না পড়লেও এই সময়ে অর্থনীতিতে খুব একটা গতিও সঞ্চার হয়নি বলে মনে করেন অনেকে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি, আবার দেশের দারিদ্র্যের হারও বেড়েছে। ”সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের ফলে একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ব্যাংক ঋণে উচ্চ সুদের কারণে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে এক ধরনের স্থবিরতা দেখা গেছে। যার ফলে অর্থনীতিতে গতি না ফেরায় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন অর্থনীতিবিদ মাহফুজ কবির। ”বাংলাদেশের মতো একটি দেশ, যারা নিম্ন-মধ্যম আয়ের

দেশ থেকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের দিকে যাত্রা করেছে, সেখানে এত নিম্ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়,„ বলেন মি. কবির।

তবে এর মধ্যেও বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ খাতে সরকার নানান সংস্কার উদ্যোগ নিয়েছে, যা ভবিষ্যতে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে বলে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। ”সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করে বিনিয়োগনির্ভর উচ্চ প্রবৃদ্ধির দিকে এই সরকার নিয়ে যেতে পারেননি, এটা সত্য। কিন্তু ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন খাতে তারা ভালো কিছু সংস্কার কার্যক্রম শুরু করেছেন, যার সুফল আগামীতে অর্থনীতি পাবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান।

মূল্যস্ফীতি

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে দেশে মূল্যস্ফীতি বাড়তে বাড়তে ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশে পৌঁছেছিল। অধ্যাপক ইউনূসের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আনার জন্য সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসেবে, নতুন করে টাকা না ছাপানো এবং ব্যাংক ঋণে সুদের হার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে সাত শতাংশ। সরকারের নানান প্রচেষ্টায় গত দেড় বছরে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেও এসেছে। গত ডিসেম্বরে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৮ দশমিক ৪৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। ”মূল্যস্ফীতি সাড়ে ১২ থেকে কমে সাড়ে ৮-এ নেমে এসেছে ঠিক, কিন্তু সেটা এখনো উচ্চ পর্যায়েই রয়ে গেছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজের (বিস) গবেষণা পরিচালক ও অর্থনীতিবিদ মাহফুজ কবিরও মনে করেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই সরকার খুব একটা সাফল্য দেখাতে পারেনি। ”অল্প সময়ের জন্য সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন করে খুব দ্রুত মূল্যস্ফীতি সামাল দেওয়ার নজির বহু দেশে রয়েছে। সেখানে বাংলাদেশে এই সরকার লম্বা সময় ধরে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন করেও মূল্যস্ফীতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়েছে,„ বলেন মি. কবির।**দ্রব্যমূল্য**

ক্ষমতায় আসার পর যে কয়েকটি বড়ো চ্যালেঞ্জের মুখে অন্তর্বর্তী সরকারকে পড়তে হয়েছে, সেগুলোর মধ্য একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা। শেখ হাসিনার সরকারের সময় মূল্যস্ফীতি সাড়ে ১১ শতাংশের ওপর ওঠায় সেটার প্রভাব পড়েছিল দ্রব্যমূল্যের ওপর। বাজার সিন্ডিকেট ও মূল্যস্ফীতির প্রভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জন্ম নিয়েছিল। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর মানুষের প্রত্যাশা ছিল, বাজারে পণ্যের দাম কমবে। ”কিন্তু মূল্যস্ফীতির হার এখনো বেশি। তা ছাড়া আগের সরকারের মতো এই সরকারও বাজারে চাঁদাবাজি ও সিন্ডিকেটের কারসাজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে আলু, পেঁয়াজ, তেলসহ বিভিন্ন নিত্যপণ্যের দাম হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন। তিন বছর ধরে দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। ২০২৫ সালে গড় মূল্যস্ফীতি হয়েছে সাত দশমিক ৭৭ শতাংশ।

দারিদ্র্যের হার

বিশ্বব্যাংক বলছে, ২০২২ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার যেখানে ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ ছিল, সেটি এখন বেড়ে ২১ শতাংশের ওপর চলে গেছে। আর বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) বলছে, দেশে দারিদ্র্যের হার বেড়ে এখন ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশে পৌঁছেছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের প্রকৃত আয় কমে গিয়ে দারিদ্র্যের হার বেড়ে গেছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। ”এটা চিন্তার বিষয়, কারণ এর আগে দীর্ঘদিন ধরে দারিদ্র্য হ্রাসের দিকে যাচ্ছিলাম,„ বলেন অর্থনীতিবিদ মি. কবির।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রিজার্ভ ছিল ২০২১ সালের আগস্টে, ৪৮ বিলিয়ন ডলার। কোভিড মহামারি পরবর্তী সময়ে আমদানি ব্যয় ব্যাপকভাবে বেড়ে গেলে রিজার্ভ কমতে শুরু করে। সেই সঙ্গে নানান উপায়ে অর্থ পাচারকেও বৈদেশিক মুদ্রার মজুত হ্রাসের কারণ বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার সরকারের যখন পতন ঘটে, তখন দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের নিচে নেমে গিয়েছিল। গত দেড় বছরে সেটি আবার ধাপে ধাপে বেড়ে এখন ৩২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে বলে সম্প্রতি জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ”বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্ষেত্রে এই সরকার স্থিতিশীলতা আনতে সক্ষম হয়েছে। দেশে এখন প্রায় সাড়ে ছয় মাসের আমদানির সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ বা রেমিট্যান্স। গত দেড় বছরে ধারাবাহিকভাবে দেশে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বাড়তে দেখা গেছে। বিশেষ করে ব্যাংকিং চ্যানেলে আসা রেমিট্যান্সের পরিমাণ বেড়েছে। ”এক্ষেত্রে সরকারের সফলতা এখানেই যে, তারা

ব্যাংকখাতের ওপর মানুষের আস্থা ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছেন। মানুষের আস্থা ফিরতে শুরু করায় বৈধ চ্যানেলে প্রবাসীদের টাকা পাঠানোর হার বৃদ্ধি পেয়েছে,„ বলেন অধ্যাপক রহমান।

ব্যাংক খাতের অস্থিরতা

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ব্যাংক খাত ব্যাপক লুটপাটের শিকার হয়ে নাজুক হয়ে পড়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। তারল্য সংকটে অনেক ব্যাংক গ্রাহকের টাকা পর্যন্ত দিতে পারছিল না। এমন পরিস্থিতির মধ্যে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাংক খাতে বেশকিছু সংস্কার উদ্যোগ নেয় অধ্যাপক ইউনূসের সরকার। লুটপাটের অভিযোগ ছিল যে-সব ব্যাংকে, সেগুলোর পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে নতুন পর্ষদ গঠন করা হয়। ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম বন্ধের পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানানো হয়। সেইসঙ্গে, দীর্ঘদিন ধরে ধুঁকতে থাকা ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক এবং সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংককে একীভূত করে 'সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক' নামে নতুন ব্যাংক গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এর বাইরে, আইনসহ নানান সংস্কার ও পরিবর্তনের উদ্যোগের ফলে গত দেড় বছরে ব্যাংক খাত কিছুটা স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছেছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। "অর্থনৈতিক সংস্কারে সরকার যত উদ্যোগ নিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ব্যাংক খাতে সবচেয়ে বেশি উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে " বলছিলেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন। তবে এই সময়ে খেলাপি ঋণ রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, ২০২৫ সাল নাগাদ খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে, যা দেশটির মোট ঋণের ৩৩ শতাংশরও বেশি। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে দেওয়া এই বিপুল পরিমাণ ঋণ কীভাবে আদায় হবে, সেটা এখন একটা বড়ো প্রশ্ন। কারণ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ব্যবসায়ীদের যারা ঋণ নিয়েছিলেন, তাদের অনেকেই শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। তাদের কাছ থেকে ঋণের কিস্তি আদায় করা যাচ্ছে না। নানান চেষ্টা চালিয়েও খেলাপি ঋণ আদায়ে সরকার সফলতা পায়নি বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। সামগ্রিকভাবে এটা অর্থনীতিতে একটা ক্ষতিকর 'চেইন রি-অ্যাকশন' তৈরি করেছে। ব্যাংকগুলো এখন বেসরকারি খাতে ঋণ দিতে পারছে না। ফলে নতুন উদ্যোক্তা বা ব্যবসা সৃষ্টি কমে গেছে। কর্মসংস্থান কমে গিয়ে এর প্রভাব জনজীবনেও পড়ছে। "এখানে একটা দুষ্টচক্র সৃষ্টি হয়েছে। বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, মানুষের জীবনমান সবখানেই এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে,„ বলেন অর্থনীতিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান।

বিনিয়োগ ও রফতানি

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন করেছে অধ্যাপক ইউনূসের সরকার। ব্যাংক ঋণকে নিরুৎসাহিত করতে বাড়ানো হয় সুদের হার। "আর যখন ব্যাংক ঋণের সুদহার উচ্চ রাখা হয়, সেটার অর্থ দাঁড়ায় সরকারের নীতি-নির্ধারকরা বিনিয়োগ চাচ্ছেন না,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন অর্থনীতিবিদ মাহফুজ কবির। সরকারের এমন নীতির কারণে গত দেড় বছরে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগে খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। "বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই সরকার সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। এক্ষেত্রে তারা খুব একটা চাঞ্চল্য আনতে পারেননি, বরং স্থবিরতা দেখা যাচ্ছে,„ বলেন অর্থনীতিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান। অন্যদিকে, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে বিদেশি বিনিয়োগও আসেনি। "এমনকি, বিনিয়োগ সম্মেলন করেও সরকার দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে পারেনি, যার ফলে অর্থনীতিতে গতি আসেনি। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি, ব্যাংক ঋণে উচ্চ সুদহার, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতিই এর জন্য বড়ো অংশে দায়ী। সরকার দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে পারেনি,„ বলেন অর্থনীতিবিদ মি. কবির। আর দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পাওয়ায় বেসরকারিখাতে সেভাবে নতুন কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হয়নি। "২০২৪ সালের যে শ্রমশক্তি জরিপ, সেখানে বেকারত্বের পরিমাণ কমে আসতে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পাওয়ায় ২০২৫ সালে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। ফলে বেকারত্ব বেড়েছে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে অর্থনীতিতে,„ অর্থনীতিবিদ ড. মাহফুজ কবির।

পাচারের অর্থ ফেরত কতদূর?

ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার সরকারের সময় অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে বিদেশে কত টাকা পাচার করা হয়েছে এবং এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা জনগণের সামনে তুলে ধরতে ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট একটি শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার। তিন মাসের মাথায় ওই কমিটি যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে, সেখানে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগের টানা দেড় দশকের শাসনামলে ২৮ উপায়ে দুর্নীতির মাধ্যমে দেশ থেকে প্রায় ২৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশে পাচার করা হয়েছে। বিদেশ থেকে পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার করে দেশে ফেরাতে 'স্টোলেন অ্যাসেট রিকভারি' নামে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে অধ্যাপক ইউনূসের সরকার। "টাস্কফোর্সটি ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। যে-সব দেশে অর্থগুলো পাচার করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, সেসব দেশে আমরা যাচ্ছি এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছি,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান। গত দেড় বছরে দেশে ৫৫ হাজার ৬৩৮ কোটি টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সংযুক্ত ও অবরুদ্ধ করেছে

সরকার। এছাড়া, বিদেশে ১০ হাজার ৫০৮ কোটি টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিসহ মোট ৬৬ হাজার ১৪৬ কোটি টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

”আমরা তো দেখেছি কিছুদিন আগে ইংল্যান্ডে সাবেক একজন মন্ত্রীর স্থাবর সম্পত্তি সেদেশের সরকার ক্রোক করেছে। স্থাবর সম্পত্তি হয়ত ফেরানো যাবে না, কিন্তু সেটা যদি টাকায় কনভার্ট করে আমরা ফেরত আনতে পারি, তাহলে অবশ্যই এটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে,„ বলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মি. খান। পাচারের অর্থ ফেরাতে সরকার নানান উদ্যোগের কথা জানালেও সেগুলো যথেষ্ট নয় বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। ”পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে সরকার বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু সেখানে আমার মনে হয় আরও উদ্যোগ-উদ্যমের সুযোগ ছিল। একমাত্র ব্রিটেনে পাচার হওয়া সম্পদ ছাড়া অন্য দেশগুলোতে তো ফ্রিজও করা সম্ভব হয় নাই,„ বলছিলেন অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। তবে অর্থনীতিবিদরা এটাও স্বীকার করছেন যে, পাচারের অর্থ ফেরত আনার প্রক্রিয়াটা বেশ সময়সাপেক্ষ। ”এটা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। ফলে এত অল্প সময়ের মধ্যে সাফল্য পাওয়া সম্ভব না। তবে এই সরকার প্রক্রিয়াটা শুরু করে দিয়ে গেছেন, যা আগামীর সরকারকে কিছুটা হলেও হেল্প করবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন।

বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ

শেখ হাসিনা সরকারের সময় বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ নেওয়া হয়েছিল, তারা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সেটি এসে পড়ে অধ্যাপক ইউনূসের সরকারের ঘাড়ে। ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে দেশে মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৩ দশমিক ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অথচ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তখন তলানিতে। ডলার সংকটের মধ্যে বিদেশি ঋণের কিস্তি পরিশোধ করাটা নতুন সরকারের জন্য বড়ো একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। ”রেমিট্যান্সের সুবাদে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিদেশি ঋণের চাপ এই সরকার আপাতত সামাল দিতে সক্ষম হয়েছে,„ বলছিলেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। তবে আপাতত চাপ সামাল দেওয়া সম্ভব হলেও পরবর্তী সরকারের জন্য ঋণ পরিশোধ চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করছেন এই অর্থনীতিবিদ। ”বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের বিদেশি ঋণের গ্রেস পিরিয়ড (ঋণ পরিশোধে ছাড়ের সময়) শেষ হয়ে আসার কারণেই সামনে ঋণ পরিশোধের চাপ আরও বাড়বে। যদিও এই সরকার নতুন করে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ সংযতই ছিল, কিন্তু আগের সরকারের নেওয়া ঋণ পরিশোধে বড়ো ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন অধ্যাপক রহমান। তবে ডলারের রিজার্ভ যেভাবে বাড়ছে, সেটি অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে পরবর্তী সরকারের জন্যও ঋণের চাপ সামাল দেওয়া ”কিছুটা হলেও সহজ হবে„ বলে মনে করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এই সম্মাননীয় ফেলো।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

ভোটকেন্দ্রে মোবাইল নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তে তীব্র প্রতিক্রিয়া, ভোটে প্রভাবের আশঙ্কা

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের দিন ভোটকেন্দ্রের চারশো গজের মধ্যে মোবাইল ফোন নেওয়ার ওপর নির্বাচন কমিশন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এ নিষেধাজ্ঞার কারণে ভোটাররা কেন্দ্রে যেতে অনুৎসাহিত বোধ করতে পারেন। সেই সাথে নির্বাচন কমিশনেরই অনুমোদিত পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের জন্য পেশাগত দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করছেন তারা। আবার ভোট কেন্দ্রের ভেতরে থাকা প্রার্থীদের এজেন্টরাও নিজ নিজ কেন্দ্রে কোনো ধরনের অনিয়ম বা কারচুপি হতে দেখলে, সেটি নিজ প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে জানাতে পারবেন না। ফলে সব মিলিয়ে ইসির এ নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকলে নির্বাচনের ওপর এর প্রভাব নিয়ে এক ধরনের উদ্বেগ তৈরি হয়েছে অনেকের মধ্যে, প্রতিক্রিয়া আসছে রাজনৈতিক দলগুলোর দিক থেকেই। ওদিকে এ নিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বিবিসি বাংলাকে এ বিধি-নিষেধে পরিবর্তন আনার আভাস দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গোপন কক্ষ ছাড়া আর সব ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। কিন্তু কী কারণে এই বিধি-নিষেধ দেওয়া হয়েছে এবং এই নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি উঠিয়ে না নিলে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকরা কীভাবে কাজ করতে পারবেন, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি দেননি।

ইসির বিধি-নিষেধে কী আছে

'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে মোবাইল ফোন নিয়ে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ' শীর্ষক নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ”আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেউ মোবাইল ফোন নিয়ে ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না মর্মে মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

১. ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসার।

২. ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ ইনচার্জ এবং

৩. ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত অঙ্গীভূত আনসার/সাধারণ আনসার/ভিডিপি-এর নির্বাচন সুরক্ষা ২০২৬ অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারকারী দুইজন আনসার সদস্য।

এর আগে কী হয়েছে

নির্বাচন কমিশনের সাবেক অতিরিক্ত সচিব জেসমিন টুলি বলছেন, ২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনে শুধু ভোটারদের জন্য ভোটকেন্দ্রের ভেতরে মোবাইল নেওয়ার ওপরে বিধি-নিষেধ ছিল। এরপর ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময় গোপন বুথে মোবাইল নেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। তখন কমিশনের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল যে, আগামী ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সময় মোবাইল ফোন বাইরে রেখেই ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। তবে তখনকার প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কে এম নূরুল হুদা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, "কেবলমাত্র সাংবাদিক ও নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা পেশাগত কাজের কারণে যথাযথ পরিচয় দিয়ে ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন।„ এরপর ২০২২ সালের জেলা পরিষদ নির্বাচনে ভোটকক্ষে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করতে ভোটারদের নিষেধ করেছিল নির্বাচন কমিশন। এতে বলা হয়েছে, ভোটকক্ষে ভোটাররা যাতে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করতে না পারে অথবা ভোটকক্ষে ভোটদান, বিশেষ করে গোপন কক্ষে ভোট প্রদানের ছবি তুলতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

নতুন সিদ্ধান্তের প্রভাব কী হবে

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান ইসির বিধি-নিষেধ প্রত্যাহারের দাবি করে বলেছেন, এটি বহাল থাকলে স্বচ্ছ নির্বাচনে বাধা তৈরি হবে এবং ভোটাররা ভোটদানে আগ্রহী হবেন না । "নিরাপত্তা বিষয়টি বিবেচনা করে অনেকেই কেন্দ্রে যেতে চাইবেন না, যার ফলে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। নির্বাচন বিশেষজ্ঞ জেসমিন টুলি বলছেন, সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের জন্য কাজের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো মোবাইল এবং সে কারণে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তগুলো সুবিবেচনাপ্রসূত হওয়া উচিত। "৪০০ গজের মধ্যে মোবাইল নিতে না পারলে সাংবাদিকরা কাজ করবে কীভাবে। গোপন বুথে নিষেধাজ্ঞা আগেও ছিল। ২০০৮ সালে ভোটারদের মোবাইল নিয়ে কেন্দ্রের ভেতরে ঢোকার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু সাংবাদিক পর্যবেক্ষকদের তো কাজের সুযোগ দিতে হবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। বাংলাদেশে গত কয়েকটি নির্বাচনের অনিয়ম ও কারচুপির খবর জনসম্মুখে এসেছিল মোবাইলে তোলা ছবি বা ভিডিও,র মাধ্যমেই। এছাড়া মোবাইল সাংবাদিকতার অনেক বেশি বিস্তৃত হয়েছে দেশজুড়ে। এমনকি যারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন, তাদের জন্যও মোবাইল গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। আবার ভোটাররা মোবাইল ঘরে রেখে ভোটকেন্দ্রে যেতে কতটা উৎসাহিত হবেন সেই প্রশ্নও আছে।

নির্বাচন বিশেষজ্ঞ আব্দুল আলীম বলছেন, "এবার যেভাবে বিধি-নিষেধ দেওয়া হলো, তা আগে দেখিনি। মানুষ ৪০০ গজের বাইরে কোথায় কার কাছে ফোন রেখে ভোটের লাইনে দাঁড়াবে। ফলে এই বিধি-নিষেধের কারণে হয়ত অনেকে ভোটকেন্দ্রেই যাবে না। ফলে টার্নওভার কম হবে।„ তা ছাড়া কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রার্থীর পোলিং এজেন্টরা আগে পোলিং অফিসারের কাছে মোবাইল ফোন রেখে দায়িত্ব পালন করতেন। জরুরি প্রয়োজন হলে পোলিং অফিসারের অনুমতি নিয়ে ফোন ব্যবহার করতেন। "এখন দীর্ঘ সময় বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে, এটা ভেবে অনেক এজেন্টই হয়ত থাকতে চাইবে না। প্রার্থীরা, এজেন্টরা প্রয়োজন হলে প্রার্থীর সাথেই বা যোগাযোগ কীভাবে করবেন? এছাড়া সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের কাজ ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। সিদ্ধান্তটি নেওয়ার আগে এসব বিষয় ভাবা উচিত ছিল,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন মি. আলীম।

দলগুলোর প্রতিক্রিয়া

বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব রুহুল কবির রিজভী বিবিসি বাংলাকে বলছেন, কমিশনের সিদ্ধান্ত মোটেও যুক্তিসংগত হয়নি এবং ভোটার, সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের জন্য পেশাগত দায়িত্ব পালনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে কমিশনকেই। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার এক বিবৃতিতে বলেছেন, ভোটকেন্দ্রে মোবাইল নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত ভোটারদের মধ্যে ভয় ও শঙ্কা সৃষ্টি করতে পারে এবং একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বাধা সৃষ্টি করতে পারে। ওদিকে ঢাকায় এক জনসভায় এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, নির্বাচন কমিশনকে এই বিধি-নিষেধ আজ সোমবার দিনের মধ্যেই পরিবর্তন না করলে, কাল তারা কমিশন ঘেরাও করবেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

এবারের নির্বাচনকে ঘিরে ভারতের আগ্রহ আর নজর যে-সব কারণে

বাংলাদেশে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের দিকে প্রতিবেশী ভারত যে অধীর আগ্রহ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে, সেটা দিল্লিতে সুবিদিত। প্রতিবেশী কোনও রাষ্ট্রের একটি সাধারণ নির্বাচনে এতটা সতর্ক নজর দিল্লিতে বেশ বিরলও বটে। আর তার প্রধান কারণ, ভারতের জন্য এমন কতগুলো নতুন বা ব্যতিক্রমী জিনিস এই নির্বাচনে ঘটতে যাচ্ছে, যা বিগত প্রায় দেড় যুগের মধ্যে ঘটেনি। প্রথমত, এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে অনেক বছর পর বাংলাদেশে এমন একটি রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় আসতে চলেছে, যাতে আওয়ামী লীগ থাকবে না। ঢাকায় আওয়ামী লীগ সরকারে প্রায়

'অভ্যস্ত' হয়ে যাওয়া দিল্লির জন্য এটি একটি নতুন বাস্তবতা, যার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুতি সারতে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি একক ক্ষমতায় সরকার গড়তে পারবে কিনা, জামায়াতে ইসলামী সরকারে অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা, সে দিকেও ভারতকে সতর্ক নজর রাখতে হচ্ছে।

এর আগে, ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে একটি বিএনপি-জামায়াত কোয়ালিশন সরকার ঢাকার ক্ষমতায় ছিল এবং সেই পর্বে দিল্লির জন্য অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর ছিল বলা যাবে না। যদিও তারপর বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমূল বদলেছে। তৃতীয়ত, জামায়াতে ইসলামী নতুন সরকারে থাকুক বা শক্তিশালী বিরোধী দলের ভূমিকায় থাকুক, নতুন জাতীয় সংসদে তারা যে খুবই প্রভাবশালী হতে যাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বহু বছর ধরে জামায়াতকে প্রায় অঘোষিত 'রেড লাইন' হিসেবে গণ্য করে আসা ভারত কীভাবে এই রাজনৈতিক দলটির সঙ্গে এখন 'এনগেজ' করবে, সেটাও অবশ্যই দেখার বিষয় হবে। ভারত যে ইতোমধ্যেই জামায়াতের সঙ্গে এক ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করেছে, দিল্লিতে তারও আভাস মিলছে। তবে এসব কিছুর বাইরেও উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্নে বাংলাদেশের নতুন সরকারের অবস্থান কী হয়, সেই বিষয়টিই সম্ভবত দিল্লির প্রধান দুশ্চিন্তা। দিল্লিতে পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এটি এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়, যেখানে ভারত কোনো আপোশ করবে না। তবে বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশে এর আগের তিনটি নির্বাচনে ভারতের বিরুদ্ধে কমবেশি 'নাক গলানোর, যে অভিযোগ উঠেছিল, এবারে কিন্তু সেরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, কারণ ভারত গোটা প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের দূরে রাখার চেষ্টা করেছে বলে মনে হয়েছে। ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে যে একটা ভারত-বিরোধী মাত্রা ছিল, শেখ হাসিনার পাশাপাশি দিল্লির বিরুদ্ধেও তীব্র স্লোগান উঠেছিল, সেই উপলব্ধি থেকেই ভারত নিজেদের অন্তত প্রকাশ্যে এতটা নিষ্ক্রিয় রেখেছিল বলে দিল্লিতে অনেকেই মনে করেন। এমনকি, টানা দেড় বছর ধরে ভারত বাংলাদেশে 'অংশগ্রহণমূলক' নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসলেও, শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ যখন সেই নির্বাচনে লড়ার সুযোগ পেল না, ভারত কিন্তু তার রুটিন প্রতিবাদও করেনি। এখন ভারতের দীর্ঘদিনের মিত্র আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও অনেকটা নির্ভর করছে পরবর্তী সরকারের রূপরেখার ওপর। এরকম নানা জটিল বিষয় ১২ ফেব্রুয়ারির এই নির্বাচনের ফলাফলের সঙ্গে জড়িত বলেই, ভারতের জন্যও বাংলাদেশের এই ভোট এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

'এখন সবার আগে দরকার স্টেবিলিটি'

ঢাকায় ভারতের সাবেক হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস মনে করেন, এই নির্বাচন থেকে ভারতের সবচেয়ে বড়ো প্রত্যাশা হলো- বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসুক। বিবিসিকে তিনি বলছিলেন, "আমরা জানি, ২০২৪-এর ৫ আগস্টের পর থেকে আমাদের রিলেশনশিপে একটা জোর ধাক্কা লেগেছে।„ "বাংলাদেশ নিজেই অনেক ধরনের অভ্যন্তরীণ ঝড়ঝাপটা আর গণ্ডগোলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। একটা বিশাল পলিটিক্যাল 'চার্ন' হচ্ছে বাংলাদেশে। তো এটাই প্রত্যাশা যে, এই ইলেকশনের সাথে দে আর উইল বি সাম ডিগ্রি অব স্টেবিলিটি।„ তিনি আরো বলছেন, ভারত চাইছে ঢাকায় একটি স্থিতিশীল, নির্বাচিত ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার আসুক, যার একটা মানুষের জন্য কাজ করার পরিষ্কার 'ম্যান্ডেট' থাকবে। "ধরুন এই এই প্রসেস হবে, এই প্ল্যান আছে তাদের। কারণ এখন অনেকটা সময় একটা ভীষণ অনিশ্চিত পর্ব গেছে। এখন সবাই চাইছে এই অঞ্চলের শান্তি আর স্থিতিশীলতার স্বার্থে যে একটা ভালো ইলেকশন হোক, আর ইলেকশনের পরে লোকেদের ম্যান্ডেট নিয়ে একটা সরকার গঠন করুক,„ বলছিলেন রিভা গাঙ্গুলি দাস। কিন্তু এই নির্বাচনকে ঘিরে ভারতে যে একটা উদ্বেগ বা অস্বস্তি কাজ করছে, সেটাও অনেকেই মানছেন।

যেমন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ ও ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. শ্রীপর্ণা পাঠকের কথায়, "প্রচুর অ্যান্টিসিপেশন ও প্রচুর অ্যাংজাইটি আছে, কারণ গত দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে এই ধরনের সিনারিও আসেনি!„ "আসলে কী আওয়ামী লীগ যাওয়ার পরে একটা পলিটিক্যাল ভ্যাকুয়াম তৈরি হয়ে গেছে। জামায়াত আসবে, কী কোয়ালিশন- কেউই সেটা জানে না। এর পরে নর্থইস্টের একটা কোয়েশ্চেন তো আছেই।„ "এর মধ্যে এখন ইন্ডিয়া কীভাবে স্টেবিলিটি খুঁজবে, তার জন্যই এত বেশি প্রশ্ন উঠছে, এত বেশি অ্যাটেনশন দেওয়া হচ্ছে। তো ইন্টারেস্টিং টাইমস অ্যাহেড,„ বিবিসিকে বলছিলেন ড. পাঠক।

উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা ইস্যু কতটা দুশ্চিন্তার?

শেখ হাসিনার একটানা প্রায় ষোলো বছরের দীর্ঘ শাসনামলে ভারতের জন্য একটা খুব বড় স্বস্তির জায়গা ছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলো বাংলাদেশের মাটিতে কোনো আশ্রয়-প্রশ্রয় পায়নি। বরং তখনকার বাংলাদেশ সরকার অনুপ চেতিয়া বা অরবিন্দ রাজখোয়ার মতো শীর্ষস্থানীয় আলফা নেতাদের ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে, যারা এখন রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি আলোচনাতেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলাদেশের নতুন সরকার এই প্রশ্নটিতে কী অবস্থান নেয়, সেটির দিকে ভারত অবশ্যই তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। তবে দিল্লিতে প্রাক্তন কূটনীতিবিদদের কেউ কেউ আবার মনে করছেন, নিরাপত্তার ইস্যু নিয়ে অত চিন্তার কিছু নেই বরং ভারতের ওপর বাংলাদেশের দৈনন্দিন নির্ভরতাই সম্পর্ককে স্বাভাবিক পথে রাখবে। সাবেক ভারতীয় কূটনীতিবিদ তথা রাষ্ট্রদূত সৌমেন রায় যেমন বলছিলেন, "প্রথম কথা হচ্ছে, ইন্ডিয়া এখন একটা গ্লোবাল পাওয়ার। ইট'স ফোর্থ লার্জেস্ট ইকোনমি, খুব শিগগিরি আমরা থার্ড লার্জেস্ট

হয়ে যাব, চায়নার পরেই।„ "সুতরাং এরকম একটা পাওয়ারের কাছে একটি নেবারিং কান্ট্রি ... নেবারিং কান্ট্রিতে ইলেকশন হচ্ছে, আমরা অবভিয়াসলি কনসার্নড।„ "যদিও তার মানে এই নয় নিরাপত্তা প্রশ্নে আমাদের চিন্তিত হতে হবে, এখন রাইট ফ্রম শিলিগুড়ি ডাউন টু মিজোরাম, আসাম আমরা পুরোটা নতুন এয়ারফোর্স বেস বানিয়ে দিয়েছি অলরেডি। প্রচুর সোলজার ওখানে আছে, সুতরাং সিকিওরিটি অ্যাংগল থেকে খুব একটা প্রবলেম নেই,„ বলছিলেন তিনি।দিল্লিতে মনোহর পারিক্কর ইনস্টিটিউট অব ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিসের (আইডিএসএ) সিনিয়র ফেলো সম্রুতি পট্টনায়কের আবার বলতে দ্বিধা নেই, উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্নে ভারত বিন্দুমাত্র শিথিলতা দেখাবে না। বিবিসিকে তিনি বলছিলেন, "নর্থ ইস্টের সিকিউরিটি আসলে ভারতের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওটা এমন একটা জায়গা, যেখানে ইন্ডিয়া কম্প্রোমাইজ করবে না।„ "আর এটাও আমি ভালোভাবে জানি যে, এই জিনিসটা বাংলাদেশে সব স্টেকহোল্ডারকেও বলেও দেওয়া হয়েছে যে, এখানে কোনো কম্প্রোমাইজ করা যাবে না।„ "এমন কী আপনার যত সম্পর্ক দরকার পাকিস্তানের সঙ্গে সব আপনি করতে পারেন, ওদেরকে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ছাড়াই আপনি বাংলাদেশে নিয়ে আসতে পারেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সেটা যেন আমাদের নর্থ ইস্টের নিরাপত্তার মূল্যে না হয়,„ বলছিলেন ড. পট্টনায়ক।

বিএনপি 'মন্দের ভালো'

প্রয়োজনে জামায়াতের সঙ্গে এনগেজ করার মানসিক প্রস্তুতি থাকলেও, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের প্রথম পছন্দ যে বিএনপি, সেটা অবশ্য দিল্লিতে সবাই বুঝতে পারছেন। যে বিএনপিকে একটা সময় ভারত-বিরোধী রাজনীতির সমার্থক হিসেবে দেখা হতো, সেই দলটির ব্যাপারে দিল্লিতে মনোভাবও অনেক বদলেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ ড. শ্রীপর্ণা পাঠক যেমন বিবিসিকে বলছিলেন, "আমার মনে হয় ইন্ডিয়া মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড একটা বিএনপি গভর্নমেন্টের জন্যই।„ "তার জন্য এত বেশি আউটরিচ করা হয়েছে, খালেদা জিয়ার যখন শরীর খারাপ ছিল, তিনি মারা যাওয়ার আগে. তখনও প্রাইম মিনিস্টার মোদী টুইট করেছিলেন।"ড. পাঠক মনে করেন, আসলে ভারতের হাতে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে যে অপশনগুলো আছে, তার মধ্যে বিএনপিই হলো 'মন্দের ভালো' আর তারা তাই সেটাকেই বেছে নিতে চাইছে। "কারণ ইন্ডিয়ার জন্য বিএনপি তুলনামূলকভাবে স্টেবল। গত বছর, মানে ২০২৫-এর মাঝামাঝি থেকে বিএনপি জামায়াতের সঙ্গে দূরত্বও বাড়িয়েছে।„ "তো এই সব জিনিস দেখার পরেই বিএনপিকে স্টেবল মনে হচ্ছে, সেই জন্য ইন্ডিয়া অ্যানার্জিও ইনভেস্ট করছে এত বেশি বিএনপিতে। যদিও এখন বিএনপি আসবে, কী কোয়ালিশন হবে, সেটা তো আমরা জানি না,„ বলছিলেন ড. পাঠক। আইডিএসএ-এর সম্রুতি পট্টনায়কও জানাচ্ছেন, ভারত আসলে আওয়ামী লীগ-পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতার জন্য নিজেদের অনেকটাই প্রস্তুত করে ফেলেছে। তিনি বলছিলেন, "আসলে ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো, এখনকার পরিস্থিতিতে দুটো যে পার্টি ক্ষমতায় আসতে পারে, তাদের সঙ্গে কীভাবে ওরা কাজ করবে।„ "আমরা তো দেখেছি, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর ইন্ডিয়া বিএনপির প্রতি একটা আউটরিচ, ওপেন আউটরিচ করেছিল।„ "আমি বলছি না যে, আগেও আউটরিচ হয়নি, কিন্তু এটা ছিল অনেক বেশি ওপেন আউটরিচ, আর লক্ষ্য করে দেখুন, সেটাও ঠিক ইলেকশনের আগে।„

সম্পর্ক স্থাপন জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গেও?

ড. পট্টনায়ক বিবিসিকে আরও জানাচ্ছেন, তার তথ্য বলছে, জামায়াতের সঙ্গেও ভারত এক ধরনের যোগাযোগ ইতোমধ্যেই তৈরি করেছে। "আসলে কী, ইন্ডিয়া বিএনপি ও জামায়াত- এই দুটো পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গেই ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ গড়তে চাইছে।„ "এটা একটা ক্রুশিয়াল জিনিস ... মানে আমরা দেখাতে চাই আমরা শুধু আওয়ামী লীগ নয়, যে-কোনো পার্টি যদি পপুলার ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসে, আমরা তাদের সঙ্গে কাজ করব।„ "আর ঠিক এই কনটেক্সটেই জামায়াতের সঙ্গেও (ভারতের) একটা দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, কর্মকর্তা পর্যায়ে,„ বলছিলেন সম্রুতি পট্টনায়ক। কিছুদিন আগে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানও রয়টার্সের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে দাবি করেছিলেন, একজন ভারতীয় ডিপ্লোম্যাট তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন এবং সেই দেখা করার কথা ভারতই গোপন রাখতে অনুরোধ করেছিল। ভারত অবশ্য এই দাবির সত্যতা যেমন স্বীকার করেনি, তেমন অস্বীকারও করেনি। আসলে জামায়াত নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতের যে খুব সন্তর্পণে ও নীরবে একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, তার নানা ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে কি যে জামায়াতে ইসলামী দীর্ঘকাল ধরে ভারতের জন্য অঘোষিত 'রেড লাইন' ছিল, তাদের সম্বন্ধে দিল্লি অবস্থান পাল্টাচ্ছে? ভারতের সাবেক শীর্ষস্থানীয় কূটনীতিবিদ রিভা গাঙ্গুলি দাস জবাবে বলছিলেন, "দেখুন জামায়াত তো আগেও ২০০১ সালে বিএনপির সাথে রীতিমতো একটা নির্বাচনি সমঝোতা করে সরকারের অংশ ছিল। তাদের দু-জন মন্ত্রীও ছিলেন। আমি ওই সময় বাংলাদেশে পোস্টেডও ছিলাম।„ "তো স্বাভাবিকভাবেই একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট তো থাকেই রিলেশনশিপে, যে উই হ্যাভ টু ডু বিজনেস উইথ ইচ আদার।„ "আসলে আমরা পরস্পরের প্রতিবেশী, আর প্রতিবেশীকে তো পাল্টাতে পারব না। আর ভারত সরকার তো এনিওয়েজ আগেই বলেছে, যে নো ম্যাটার যে-ই পাওয়ারে আসুক, তার সঙ্গে ইন্ডিয়া রেডি টু ডু বিজনেস।„

সুতরাং, ঠিক এই কারণেই রিভা গাঙ্গুলি দাস নিশ্চিত, জামায়াত যদি সে দেশে পরবর্তী সরকারের অংশ হয়, ভারত তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কই চাইবে, কারণ "এখন সবার আগে পরিস্থিতি এগিয়ে নিতে হবে, থিংস হ্যাভ টু মুভ ফরোয়ার্ড।„ বস্তুত ভারতের জন্য বাংলাদেশের এই নির্বাচন যে অনেকগুলো 'আননোওনস' বা অজানা বিষয় ডেকে এনেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ের 'অনিশ্চয়তার, চেয়ে নির্বাচন-পরবর্তী 'নিশ্চয়তাই, এখন ভারতের প্রধান চাওয়া। আর এই পটভূমিতে দিল্লিতে পর্যবেক্ষকরা একটা বিষয়ে একমত, বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকারে যারাই আসুক, তারা যদি অন্তত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা উদ্বেগগুলো অ্যাড্রেস করতে রাজি থাকে, তাদের সঙ্গে 'পরিপূর্ণ এনগেজমেন্টে' যেতে দিল্লির কোনো সমস্যা থাকবে না।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তিতে কী থাকছে?

মেয়াদের শেষদিকে এসে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করতে যাচ্ছে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। সোমবার রাতে ওয়াশিংটন ডিসিতে চুক্তিটি স্বাক্ষর হওয়ার কথা রয়েছে। নতুন এই চুক্তির মাধ্যমে ট্রাম্প প্রশাসনের চাপানো বাড়তি শুল্ক অনেকটা কমবে বলে আশা করছে সরকার। তবে এই শুল্ক কমানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছ হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে উড়োজাহাজসহ আরও অনেক পণ্য কিনতে হবে বাংলাদেশকে। এর আগেও প্রতিরক্ষাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে একাধিক দেশের সঙ্গে চুক্তি সই করেছে অধ্যাপক ইউনূসের সরকার। এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে চুক্তির শর্তগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি, আবার অংশীজনদের সবার সঙ্গেও আলোচনা করেনি সরকার। ফলে এ ধরনের চুক্তিকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে সন্দেহ-সংশয় দেখা যাচ্ছে। "এটা একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং তাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল বিচার, সংস্কার এবং নির্বাচন। কিন্তু সেটার বাইরে গিয়ে তারা অন্য রাষ্ট্রে সঙ্গে একের পর এক চুক্তি সই করছে। নির্বাচিত সরকার ছাড়া এই ধরনের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার অন্য সরকারের নেই,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন অর্থনীতিবিদ ড. আনু মুহাম্মদ। আবার অন্তর্বর্তী সরকারের হাত ধরে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ এসব চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও, সেটির ঘানি টানতে হবে পরবর্তী রাজনৈতিক সরকারগুলোকে, এমন আশঙ্কাও রয়েছে। "সেজন্য রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক অংশীজনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে চুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং জনগণকে চুক্তির প্রধান শর্তগুলো জানানো উচিত ছিল,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান।

বাড়তি শুল্ক থেকে বাণিজ্য চুক্তি

দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পর গত বছরের এপ্রিল মাসে একশটি দেশের ওপর বাড়তি বাণিজ্য শুল্ক ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মূলত যে-সব দেশে রফতানির চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র বেশি পরিমাণ পণ্য আমদানি করে থাকে, সেসব দেশের ওপরেই পাল্টা শুল্ক বসানো হয়। শুরুতে বাংলাদেশের ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা করা হলেও, পরে নির্ধারণ করা হয় ৩৫ শতাংশ। নতুন এই শুল্ক ঘোষণার আগেই বাংলাদেশের পণ্যের ওপর ১৫ শতাংশ শুল্ক ছিল। ফলে সার্বিকভাবে বাণিজ্য শুল্কের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০ শতাংশ, যা রীতিমতো উদ্‌বিগ্ন করে তোলে তৈরি পোশাক শিল্পসহ রপ্তানিখাতের ব্যবসায়ীদের। এ অবস্থায় শুল্ক কমানোর জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে অন্তর্বর্তী সরকার। দীর্ঘ আলোচনা ও দেন-দরবারের পর মার্কিন বাজারে বাংলাদেশি পণ্য রফতানির ওপর আরোপিত বাড়তি শুল্কের হার ৩৫ শতাংশ থেকে কমে ২০ শতাংশ করা হয়। গত বছরের ৭ আগস্ট থেকে বাড়তি ওই শুল্কহার কার্যকর হয়। তখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানি বাড়িয়ে দু'দেশের বাণিজ্যে ভারসাম্য বিধানের শর্ত দিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন।

উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বছরে প্রায় ৮০০ কোটি মার্কিন ডলারের বাণিজ্য হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রায় ৬০০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ। কাজেই, মার্কিন প্রশাসনের শর্ত মেনে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর লক্ষ্যে এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাঁচ বছরে ৩৫ লাখ টন গম আমদানির চুক্তি সম্পন্ন করেছে। সেই সঙ্গে, উড়োজাহাজ ও উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশ, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), সয়াবিন তেল, ভুট্টা, তুলাসহ আরও অনেক ধরনের পণ্য আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এখন আরেকটি চুক্তি করতে যাচ্ছে অধ্যাপক ইউনূসের সরকার।

নতুন চুক্তি নিয়ে যা জানা যাচ্ছে

সোমবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বাণিজ্য চুক্তি হওয়ার কথা রয়েছে, সেটি স্বাক্ষরের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব খাদিজা নাজনীনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি দল ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শুরুতে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দীনের ওয়াশিংটন ডিসিতে যাওয়ার কথা থাকলেও, আসন্ন সংসদ নির্বাচনের কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানে যাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। তবে উপদেষ্টা ভার্চ্যুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকবেন বলে জানান তারা। এর আগে, গত বছরের ১৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি 'নন ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট' সই করেছিল বাংলাদেশ। সেটির আওতায় নতুন বাণিজ্য চুক্তির শর্তগুলো গোপন রাখার

বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেজন্য শর্তগুলো এখনই প্রকাশ করেনি সরকার। তবে গত বছর যুক্তরাষ্ট্র বাড়তি যে ২০ শতাংশ বাণিজ্য শুল্ক আরোপ করেছে, নতুন চুক্তির মাধ্যমে, সেটি কিছুটা কমবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। "কতটুকু কমবে এই মুহূর্তে আমি বলতে চাচ্ছি না বা পারছি না। আমরা আলোচনার ভিত্তিতে দেখবো,„ রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন শেখ বশিরউদ্দীন। আগে শুল্ক কমানোর সময় মার্কিন বোয়িং কোম্পানির কাছ থেকে প্রায় অর্ধশত উড়োজাহাজ কেনার শর্ত দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। নতুন বাণিজ্য চুক্তিতেও সেটির প্রতিফলন দেখা যেতে পারে বলে বাণিজ্য উপদেষ্টার বক্তব্য থেকে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। "উনারা নিদেনপক্ষে ৪৭টা প্লেনের কথা বলেছেন। আমরা যে চুক্তি বোয়িংয়ের সাথে করতে যাচ্ছি, এটা ২০৩৫ সাল নাগাদ মাত্র ১৪টা প্লেন নিয়ে কথা বলছি,„ বলেন মি. বশিরউদ্দীন। তবে এই ১৪টি উড়োজাহাজ কিনতে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার কোটি টাকা।

কী বলছেন ব্যবসায়ীরা?

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সবচেয়ে বড় রফতানি বাজার। আগের ১৫ শতাংশের সঙ্গে গত বছরের অতিরিক্ত ২০ শতাংশ শুল্ক যুক্ত হওয়ায় বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পাঠাতে এখাতের রফতানিকারকদেরকে মোট ৩৫ শতাংশ শুল্ক পরিশোধ করতে হচ্ছে। "এতে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে ব্যবসা এগিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। সেজন্য আমরা ব্যবসায়ীরা খুব করে চাচ্ছি শুল্কটা আরেকটু কমুক। তাহলে ব্যবসাটাকে এগিয়ে নিতে পারবো,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল। বাণিজ্য উপদেষ্টা জানিয়েছেন যে, তারা পোশাক শিল্পের বাড়তি রফতানি শুল্ক পুরোপুরি তুলে নেওয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রে সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। "শুধু যে আমরা ওভারঅল ট্যারিফ কমানোর চিন্তা করছি তা না, আমাদের প্রচেষ্টা রয়েছে যে, আমাদের যে মূল পণ্য গার্মেন্টস, সেই জায়গায় যেন আমাদের শুল্ক শূন্য হয়, আমরা সেই প্রচেষ্টায় এখনো রত রয়েছি,„ বলেন মি. বশিরউদ্দীন। শর্ত প্রকাশ না করলেও চুক্তি করার আগে বাড়তি শুল্ক ইস্যুতে পোশাক রফতানিকারকদের সঙ্গে আলোচনা করেছে সরকার। "সেখানে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে সরকারকে জানানো হয়েছে যে, শুল্ক যত কমানো যায়, তত আমাদের জন্য ভালো,„ বলেন ব্যবসায়ী মি. রুবেল। কিন্তু ব্যবসায়ীদের ধারণা, চুক্তির পরও শুল্ক খুব বেশি কমানো সম্ভব হবে না। "আমাদের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে, বড়োজোর তিন থেকে পাঁচ শতাংশ শুল্ক হয়ত কমতে পারে। তার মানে অতিরিক্ত শুল্কটা হয়ত ১৫ থেকে ১৮ শতাংশের মধ্যে থাকবে। সেটাও খারাপ না,„ বলেন মি. রুবেল। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানির শর্ত মেনে নিলে পোশাক শিল্পের পণ্যে শুল্ক কমানোর আভাস আগেই দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। "কিন্তু আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের তুলার দাম অন্যদের চেয়ে বেশি। কাজেই শুল্ক কমাতে গিয়ে যেন আমাদেরকে আবার বাড়তি খরচের মধ্যে পড়তে না হয়। তাহলে সেটা কাজে দেবে না,„ বলেন বিজিএমইএ'র সাবেক পরিচালক মি. রুবেল।

চুক্তি ঘিরে সন্দেহ

বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনের যখন আর মাত্র কয়েকদিন বাকি রয়েছে, তখন শুল্ক ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির উদ্যোগ নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এর আগে, তারা প্রতিরক্ষা খাতসহ বিভিন্ন খাতে একাধিক বড়ো উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- চীনের সঙ্গে জিটুজি চুক্তিতে ড্রোন কারখানা স্থাপন; পাকিস্তান থেকে জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান ক্রয়; চীন থেকে জে-১০ সিই যুদ্ধবিমান ক্রয়; ইউরোপীয় কনসোর্টিয়াম থেকে ইউরোফাইটার টাইফুন ক্রয়; দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সাবমেরিন ক্রয়; তুরস্ক থেকে টি-১২৯ অ্যাটাক হেলিকপ্টার এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ব্ল্যাক হক মাল্টিরোল হেলিকপ্টার ক্রয়। পাশাপাশি, প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে যুদ্ধজাহাজ বানৌজা খালিদ বিন ওয়ালিদের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি জাপানের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরের চেষ্টা চলছে বলেও বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়েছে। এছাড়া, গত নভেম্বরে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় লালদিয়া টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য ডেনমার্কের প্রতিষ্ঠান এপিএম টার্মিনালের সঙ্গে ৩৩ বছরের চুক্তি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। ঢাকার কাছেই পানগাঁও নৌ টার্মিনাল ২২ বছর পরিচালনার জন্য চুক্তি হয়েছে সুইজারল্যান্ডের মেডলগ এসএ কোম্পানির সঙ্গে। চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালের দায়িত্ব সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডিপিওয়ার্ল্ডের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াও এগিয়েছে। এ ধরনের 'পলিসি ডিসিশন' নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের এখতিয়ার নিয়ে বিশ্লেষকরা যেমন প্রশ্ন তুলছেন, তেমনই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

মানুষের ভোটে নির্বাচিত না হয়েও এই সরকার রাষ্ট্রের নীতিগত অনেক সিদ্ধান্তই নিয়েছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অংশীজনদের সঙ্গে অন্তত আলোচনা করা উচিত ছিল বলেও মনে করেন তিনি। "ওনারা আইনও বানাচ্ছেন, এটা ওনাদের দায়িত্ব না,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. টুকু। অন্যদিকে, নির্বাচনের আগ মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি 'রুটিন ওয়ার্ক' হিসেবেই দেখছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। তবে প্রতিরক্ষা চুক্তিসহ যে-সব চুক্তিতে সরকার স্বাক্ষর করছে, সেখানে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে কি-না সেটি খতিয়ে দেখার কথা বলছেন দলটির

সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আজাদ। "সরকার তার রুটিন ওয়ার্কের মধ্যে এগুলো করতে পারে। আমাদের স্বার্থ, দেশের স্বার্থ রক্ষা করে কোনো চুক্তি হলে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু কোনো ভারসাম্যহীন বা একতরফা চুক্তি, কোনো দেশকে সুবিধা দেওয়া, এগুলোর ব্যাপারে আমাদের আপত্তি থাকবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. আজাদ। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্য দেশের সঙ্গে চুক্তিগুলোতে 'দেশের স্বার্থবিরোধী কিছু থাকবে না'। যুক্তরাষ্ট্র সম্মতি দিলে নতুন বাণিজ্য চুক্তির শর্তগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে বলেও রোববার জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দীন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

মিরপুরের বিহারি ক্যাম্পের একটি বাসায় সেনা অভিযানে কী ঘটেছিল?

বাংলাদেশের ঢাকার প্রায় ১২ বছর আগে পুলিশ হেফাজতে নিহত হওয়া একজন ব্যক্তির ছোট ভাইকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা কয়েক ঘণ্টার জন্য ধরে নিয়ে সামনে অস্ত্র রেখে ছবি তোলা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। মিরপুর এলাকার বিহারি ক্যাম্প নামে পরিচিত ইরানি ক্যাম্পের নিজ বাসা থেকে ইমতিয়াজ হোসেন রকি নামের একজন ব্যক্তিকে সোমবার রাতে আটক করে নিয়ে যায় সেনা সদস্যরা। যাকে তুলে নেওয়া হয়েছিল, সেই ইমতিয়াজ হোসেন রকি, বারো বছর আগে ২০১৪ সালে পল্লবী থানায় পুলিশের হেফাজতে নিহত ইশতিয়াক হোসেন জনির ছোট ভাই। সেই সময় ইমতিয়াজ হোসেনকেও পুলিশ সদস্যরা আটক করে নির্যাতন করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। সেই ঘটনায় তিন পুলিশ সদস্যসহ পাঁচজনকে সাজা দিয়েছিলেন আদালত। ২০১৩ সালে নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু নিবারণ আইন প্রণয়নের পর, বাংলাদেশে সেটাই প্রথমবারের মতো পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর কোনো ঘটনায় মামলার রায়। ভুক্তভোগী ইমতিয়াজ হোসেন রকি বিবিসি বাংলার কাছে দাবি করেন, "দারুসসালাম সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার পর একটা কাগজে সই করতে বলে। পরে একটি টেবিলের সামনে অস্ত্র রেখে আমার ছবি তুলে রাখছে।„ ওই অস্ত্রটি নিজের না হওয়ায়, সেটির সামনে ছবি তুলতে অপরাগতা প্রকাশ করলে, ১০ মিনিট সেনা সদস্যদের সাথে বাদানুবাদ হয়েছে বলেও দাবি করেন মি. রকি। তার বাড়ির অদূর থেকে একটি পিস্তল, গুলিসহ উদ্ধার করার তথ্য জানিয়েছে সেনা সদস্যরা।

তিনি জানান, মিরপুর-১-এ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানের সামনে অবস্থিত একটি সেনা ক্যাম্পে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে দুই ঘণ্টার বেশি সময় পর মুচলেকা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে, ভাইয়ের মামলায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য রোববার একটি আবেদন করেছেন। ফলে আসামিদের ভয়ে নিরাপত্তাহীনতায় আতঙ্কে রয়েছেন বলে জানান তিনি। সোমবার রাতে সেনা সদস্যরা সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগে মি. রকির বাসায় অভিযান চালিয়েছিল কি না, এ বিষয়ে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) কাছে জানতে চেয়েছিল বিবিসি বাংলা। একইসাথে অস্ত্র সামনে রেখে কেন ছবি তোলা হয়েছে, এমন প্রশ্নও আইএসপিআরের কাছে করা হয়েছিল। "অস্ত্র-সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে মেইনলি তার বাসায় একটা অভিযান পরিচালনা করা হয়। পরবর্তীতে তার বাসার বাইরে থেকে একটা অস্ত্র, দুই রাউন্ড অ্যামিউনিশনসহ উদ্ধার হয়। পরে যিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার মনে হয়েছে এবং সন্দেহ হয়েছে, এই অস্ত্রটা তার কি না? বাকিটা প্রমাণসাপেক্ষ বিষয়। এজন্য মুচলেকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে, বাকি ইনভেস্টিগেশনটা পুলিশ করবে,„ জানিয়েছে আইএসপিআর। এদিকে, এমন ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মানবাধিকার কর্মীরা। তারা বলছেন, সেনাবাহিনীর সদস্যদের পল্লবীর এই অভিযানে আইনি ব্যত্যয় ঘটেছে।

রকি যে বর্ণনা দিচ্ছেন

মিরপুরের এগারো নম্বর সেকশনের বি ব্লকে অবস্থিত মোহাম্মদীয়া মার্কেটের পেছনে অবস্থিত ইরানি ক্যাম্পে সপরিবারে বসবাস করেন ইমতিয়াজ হোসেন রকি। এই ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আটকে পড়া পাকিস্তানি বিহারিরা বসবাস করেন। এই ক্যাম্পে সোমবার দিবাগত রাত প্রায় ৩টায় সেনাবাহিনীর একটি টিম তার বাসায় যান। সেখানে সার্চ করে পরে তাকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় দারুসসালামের সেনা ক্যাম্পে। ইমতিয়াজ হোসেন রকির বাসার সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, বাসার গেটের তালা খোলার পর সেনা সদস্যরা মি. রকির নাম জানতে চান। তিনি নাম বললে একজন সদস্য তার হাত ধরেন। এ সময় রকির পেছনে পরিবারের সদস্যদের পরিচয় জানতে চান আগত সেনা সদস্যরা। তারা নিজেদের পরিচয় দেন। সেনা সদস্যরা ওই বাসা সার্চ করবেন বললে তারা রাজি হন। এ সময় অন্তত ১০ থেকে ১২ জন সেনা সদস্য দোতলার ওই বাসায় প্রবেশ করেন। পরে আবার কয়েকজনকে নিচে নেমে যেতে দেখা যায় সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে। যে ফুটেজ বিবিসি বাংলা পেয়েছে, তাতে এক পর্যায়ে শোনা যায়, রকির মা সোমবার তার ছেলে জনির মৃত্যুবার্ষিকী বলে জানাচ্ছেন সেনা সদস্যদের। এ সময় সেনা সদস্যদের একজনের গলার শব্দ শোনা যায়, যিনি ওই পরিবারের সদস্যদের ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে বলছেন। ওই সেনা সদস্যকে বলতে শোনা যায়, আপনার নামটা বলেন, ক্যামেরার দিকে তাকান। বাবার নাম, ঠিকানা। তখন তারা নাম ও ঠিকানা জানান। "আপনাদের বাসায় কারা আসছিল, সেনাবাহিনীর দল আসছে। আমরা এসেছি, রকি, রকি আপনাদের কী হয়? ছোট ভাই। আপনার ছোট ভাইয়ের সম্পর্কে আমরা কিছু ইনফরমেশন পেয়েছি। সে কারণে আমরা এসেছি। আপনাদের বাসার ফুল সার্চ করি নাই, আমরা অল্প সার্চ করেছি।„

এ সময় ওই সেনা সদস্যকে তাদেরকে প্রশ্ন করতে শোনা যায়, ”বাসায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? কোনো ধরনের জিনিস হারানো গিয়েছে বা নষ্ট হয়েছে? পরবর্তীতে বলতে পারবেন না সেনাবাহিনী এসে আপনাদের জিনিস নিয়ে গেছে।„ মি. রকির মাকে বলতে শোনা যায়, বাবা পুলিশ হেফাজতে মারা গেছে আমার ছেলেটা, জনি। ওই যে প্রথম হেফাজতের বিচার বাংলাদেশে হইছে। পরে ইমতিয়াজ হোসেন রকিকে নিয়ে যান ওই সেনাসদস্যরা। ওই বাসায় প্রবেশের আগে তারা সেখানে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরা দেখতে পান এবং লাঠি দিয়ে সেটি ভাঙার চেষ্টাও করেন বলে দেখা যায়। ইমতিয়াজ হোসেন রকি বিবিসি বাংলাকে জানান, প্রধান সড়কে গিয়ে সেনা সদস্যদের পাঁচ-ছয়টি গাড়ি তিনি দেখতে পান। পরে পল্লবী থানা পুলিশকে অবহিত করলে ঘটনাস্থলে আসেন তারা। সেখানে মি. রকির জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা আছে কিনা, সেটি যাচাই করে পুলিশ। কিন্তু কোনো মামলার সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে জানান মি. রকি। ”পরে ওই পল্লবী থেকে তারা বললো যে, একটা অস্ত্র উদ্ধার করছি। বলে এই অস্ত্র কার? আমি বলছি, আমি জানি না কার এই অস্ত্র। আমি বলছি, স্যার, যেই আপনাদেরকে এই ইনফরমেশন দিয়েছে, সেটা ভুল ইনফরমেশন। আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। পরে মামলা পায় নাই তাই পুলিশ চলে গেছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন ইমতিয়াজ হোসেন রকি। পরে তাকে এলাকার দুইজন বড়ো ভাইসহ দারুসসালামের সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানান তিনি। সেখানেই একটি টেবিলে অস্ত্র রেখে তার ছবি তোলা হয় বলে দাবি করেন তিনি। এ বিষয়ে সেনা সদস্যদের সাথে বাদানুবাদ হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। পরে তার সাথে ক্যাম্পে যাওয়া ওই এলাকার দুইজনের একটি কাগজে সই নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানান মি. রকি। তবে আইএসপিআর বলছে, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ইমতিয়াজ হোসেন রকির বাসায় অভিযান চালানো হয়েছিল। তদন্তকারী কর্মকর্তার সন্দেহ হওয়ায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে মুচলেকা নিয়ে তাকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে, বাকিটা পুলিশ তদন্ত করবে।

'আইনকে পাশ কাটিয়ে মানুষকে হ্যারাস করা'

মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, কেন, কী কী অবস্থায় এবং কোন পরিস্থিতিতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী অভিযান পরিচালনা করতে পারবে, সেটি বাংলাদেশের আইনে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে। পল্লবীর এই অভিযানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা আইনি ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন বলে মনে করেন মানবাধিকার কর্মী নূর খান লিটন। সেনা সদস্যদের সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন তিনি। ”অপারেশন করার আগে যদি যথাযথভাবে ক্রসচেক করে, ভালো করে অনুসন্ধান করে অপারেশনটা করত, তাহলে ভিকটিমের এই ক্ষতিটা হতো না। এটা শুধু ভিকটিমের একার ক্ষতি হয় নাই, পরিবারগুলোর ক্ষতি হয়েছে। গভীর রাতে অপারেশন করে একটা আতঙ্কগ্রস্ত পরিবেশ তৈরি করেছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. খান। অভিযোগ না থাকলে, কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা আটক করার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সদস্যদের আরো বেশি সতর্ক হতে হবে বলেও উল্লেখ করেন এই মানবাধিকার কর্মী।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে নাহিদ ইসলামের প্রার্থিতা বাতিল চেয়ে রিট

দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগ এনে ঢাকা-১১ আসনের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের প্রার্থিতা বাতিল চেয়ে আবেদন করেছেন একই আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী শামীম আহমেদ। সোমবার হাইকোর্টে এ রিট করা হয়। নাহিদ ছাড়াও প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি), ইসি সচিব, রিটার্নিং অফিসারকে বিবাদী করা হয়েছে। রিটে উল্লেখ করা হয়, নাহিদ ইসলাম ক্যারিবীয় অঞ্চলের একটি দ্বীপ দেশ ডমিনিকার নাগরিক। ২০২৫ সালের ২০ এপ্রিল তিনি ডমিনিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেও, নির্বাচনি হলফনামায় সেই তথ্য গোপন করেছেন। নির্বাচনি আইন অনুযায়ী, দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রার্থী হওয়ার অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে। মঙ্গলবার বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের বেঞ্চে এ আবেদনের ওপর শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে, ঢাকা-১১ আসনের বিএনপির প্রার্থী ড. এম এ কাইয়ুমের বিরুদ্ধে দ্বৈত নাগরিকত্ব এবং তথ্য গোপনের অভিযোগ এনে তার প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করেছিল নাহিদ ইসলাম। তবে রিটটি হাইকোর্ট বেঞ্চ সরাসরি খারিজ করে দেয়। এম এ কাইয়ুমের বিরুদ্ধে রিপাবলিক অব ভানুয়াতুর নাগরিকত্ব গ্রহণ ও সেখানে সম্পত্তি থাকার অভিযোগ আনা হয়েছিল।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৯.০২.২০২৬ এলিনা)

শেষ মুহূর্তে ঢাকা-১৮ আসনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তিন দিন আগে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না ঢাকা-১৮ আসন থেকে নির্বাচন না করার ঘোষণা দিয়েছেন। তবে তিনি বগুড়া-২ আসন থেকে নাগরিক ঐক্যের হয়ে প্রার্থী থাকছেন। রোববার রাত পৌনে ১২টার দিকে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এ ঘোষণা দেন তিনি। প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে আসার কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি নির্বাচনের ব্যয় বহন করতে পারছেন না। ওই ফেসবুক পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, ”নির্বাচন এতই ব্যয়বহুল যে, তা নির্বাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষিতে আমি ঢাকা-১৮ আসনের নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।„ নির্বাচনের একদম শেষ সময়ে এসে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে কারণ জানতে চাইলে তিনি বিবিসি বাংলাকে জানান, তিনি সপ্তাহখানেক ধরেই চেষ্টা

করছিলেন যে, আর্থিকভাবে সামাল দিয়ে উঠতে পারেন কিনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হিমশিম খাচ্ছিলেন। ”ঢাকা-১৮ খুব এক্সপেন্সিভ একটা আসন। ভোটকেন্দ্র আড়াইশ,র বেশি। ভোটের দিন প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য আলাদা খরচ আছে। তাছাড়া প্রতিদিনের খরচ আছে, নির্বাচনি প্রচারণার খরচ, কর্মীদের খরচ। আমার তো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টকে দিয়ে কিছু করানোর অবস্থা নেই। আমি শেষ পর্যন্ত চেয়েছি কন্টিনিউ করতে। ভাবছিলাম সমাধান পাবো। কিন্তু পরে কুলিয়ে উঠতে পারিনি।„ তিনি বলেন। রোববার রাতের ওই ফেসবুক পোস্টে তিনি জানিয়েছেন, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৮ এবং বগুড়া-২ (আসন) থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ঢাকা-১৮ একটি বিশাল নির্বাচনি এলাকা। এর অন্তর্গত সাড়ে সাতটি থানা এবং সাড়ে ছয় লক্ষের মতো ভোটার এখানে। নির্বাচন এতই ব্যয়বহুল যে, তা নির্বাহ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার এই সিদ্ধান্তে কেউ মনে কষ্ট পেয়ে থাকলে দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি। মাহমুদুর রহমান মান্না বর্তমানে বগুড়ায় অবস্থান করছেন। তিনি বগুড়া-২ আসন থেকে নাগরিক ঐক্যের হয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন এবং সেখানে তার নির্বাচনি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

পাকিস্তান ও ভারতের ম্যাচ নিয়ে অস্পষ্টতা কাটেনি

১৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ কি অনুষ্ঠিত হতে পারে? এই প্রশ্নটির উত্তর জানার অপেক্ষায় রয়েছে ভারত ও পাকিস্তানসহ সারা বিশ্বের ক্রিকেটপ্রেমীরা। এ নিয়ে রোববার লাহোরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলামও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ বয়কট করার বিষয়ে পাকিস্তানের অবস্থান নিয়ে আলোচনা হয়। তবে এখন পর্যন্ত এই আলোচনার ফলাফল স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে রোববার বিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ”আমি এসব বিষয়ে কোনো মন্তব্য করব না। সবকিছু আইসিসির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আইসিসি যে সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা সেটিই মেনে নেব।„ যদি পাকিস্তান দল ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করে, তাহলে তাদের পয়েন্ট কাটা যাবে। অন্যদিকে, এই পরিস্থিতি আইসিসির বর্তমান টিভি স্বত্বাধিকার চুক্তিগুলো নিয়েও বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। পাশাপাশি চলমান অনিশ্চয়তা ভবিষ্যৎ চুক্তির ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে। এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়, যখন বাংলাদেশ তাদের দলের নিরাপত্তাজনিত উদ্‌বেগের কথা উল্লেখ করে ভারতের বাইরে তাদের ম্যাচগুলো স্থানান্তরের অনুরোধ জানায়। তবে আইসিসি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। এরপরই পাকিস্তান সরকার ঘোষণা দেয় যে, তারা ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ পরে বলেন, এই সিদ্ধান্তটি বাংলাদেশের প্রতি সংহতি প্রকাশের অংশ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে আইসিসি জানায়, এখনো পর্যন্ত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) কাছ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক নোটিশ তারা পায়নি এবং পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্ত বৈশ্বিক ক্রিকেট কাঠামোকে প্রভাবিত করতে পারে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

ঢাকা উত্তর সিটিতে এজাজের বদলে নতুন প্রশাসক সুরাইয়া

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সুরাইয়া আক্তার জাহানকে ডিএনসিসির নতুন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সোমবার সকালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মাহবুবা আইরিন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। গত বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে মোহাম্মদ এজাজকে এক বছরের জন্য প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। সেই হিসাবে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি তার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। তবে দুইদিন বাকি থাকতেই তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, `স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪,-এর ধারা ২৫ক-এর উপধারা (১) অনুযায়ী, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সুরাইয়া আক্তার জাহানকে ডিএনসিসির প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হলো। এতে আরো উল্লেখ করা হয়, নিয়োগকৃত প্রশাসক সুরাইয়া আক্তার জাহান ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়রের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি তার বর্তমান পদের পাশাপাশি, অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এই দায়িত্ব পালন করবেন। বিধি অনুযায়ী, তিনি কেবল `দায়িত্ব ভাতা, পাবেন, এর বাইরে কোনো আর্থিক বা আনুষঙ্গিক সুবিধা পাবেন না। সাবেক প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের বিরুদ্ধে দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ তদন্ত করছে দুর্নীতি দমন কমিশন। এর আগে, গত ১ ফেব্রুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ তার বিরুদ্ধে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৯.০২.২০২৬ এলিনা)

কবে থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের রীতি শুরু হয়েছিল?

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা। সোমবার সন্ধ্যায় ভাষণ দেবেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। এর আগে, এনসিপির প্রধান নাহিদ ইসলাম, ইসলামী আন্দোলনের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম, বাংলাদেশ

খেলাফত মজলিশের আমির মামুনুল হক ভাষণ দেন। এই বছরে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের জন্য নির্বাচন কমিশন উদ্যোগ নিলেও মাত্র ৮টি দল আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। জাতীয় নির্বাচনের আগে জাতির উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক নেতাদের ভাষণের চল শুরু হয়েছিল ১৯৯১ সাল থেকে। সামরিক শাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সরকারের পতনের পর, তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ-এর নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়েছিল, যাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল একটি সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করা। সেই সরকারের সময় প্রথম বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনাসহ নির্বাচনে অংশ নেওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। এরপর ১৯৯৬ সালে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও ২০০১ সালে বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও দুই নেত্রীসহ বিভিন্ন দলের নেতারা এই সুবিধা পান। সর্বশেষ ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন রাজনৈতিক নেতারা। এরপর আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত হওয়া তিনটি নির্বাচনে রাজনৈতিক নেতাদের এই সুযোগ দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের রাজনীতি আবর্তিত ছিল খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে ঘিরে। তাদের মধ্যে আশি বছর বয়সে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া মৃত্যুবরণ করেছেন গত ৩০ ডিসেম্বর। সে পটভূমিতে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বে এসেছেন তারেক রহমান। আর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা দেশে ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন এবং এখনো সেখানেই অবস্থান করছেন তিনি। এবার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর, নিষেধাজ্ঞার কারণে আওয়ামী লীগ ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে অংশ নিতে পারছে না। নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানসহ বিভিন্ন দলের শীর্ষ নেতারা এবার নির্বাচনি ভাষণ দিচ্ছেন বেতার-টেলিভিশনে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৯.০২.২০২৬ এলিনা)

সাত কলেজ নিয়ে `ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, স্থাপনের অধ্যাদেশ জারি

ঢাকার সাতটি সরকারি কলেজের জন্য `ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, নামে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অধ্যাদেশ জারি করেছেন রাষ্ট্রপতি। এর মাধ্যমে নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হলো। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় রোববার `ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৬, গেজেট আকারে প্রকাশ করে। এতে বলা হয়েছে, ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহিদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, মিরপুর সরকারি বাংলা কলেজ এবং সরকারি তিতুমীর কলেজ অ্যাকাডেমিকভাবে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। অধ্যাদেশ অনুযায়ী, ঢাকায় ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, সিনেট, সিন্ডিকেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা, গবেষণা ও সনদ প্রদানের দায়িত্ব পালন করবে। স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও তা প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত ভাড়া করা ভবন ও জায়গা ব্যবহার করে কার্যক্রম চালানো যাবে।

গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর অধ্যাদেশের খসড়া প্রকাশ করা হয়। পরে চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ খসড়াটি অনুমোদন দেয়। এবারে সেটিই চূড়ান্ত অধ্যাদেশ হিসেবে গেজেট আকারে প্রকাশ পেল। এই সাতটি কলেজ এক সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছিল। পরে ২০১৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। পরে সেশন জট, ফল প্রকাশে বিলম্বসহ নানা অভিযোগ তুলে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন করে আসছিলেন এই সাতটি কলেজের শিক্ষার্থীরা। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

চট্টগ্রাম বন্দরের লাগাতার ধর্মঘট স্থগিত

চট্টগ্রাম বন্দরে ডাকা অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট স্থগিত করেছে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ। রোববার রাত সাড়ে ১২টার পর চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের নেতা মো. হুমায়ূন কবীর ও মো. ইব্রাহীম খোকনের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, সোমবার সকাল ৮টা থেকে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধর্মঘট কর্মসূচি স্থগিত থাকবে। তবে এ সময়ের মধ্যে বন্দর কর্মচারীদের গ্রেফতার, হয়রানিমূলক বদলি, সাময়িক বরখাস্তসহ পাঁচটি দাবি পূরণ না হলে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে পুনরায় আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করার কথা জানিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চট্টগ্রাম বন্দরে এনসিটি নিয়ে উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন ও বিডার চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরীর সাংবাদিকদের দেওয়া বক্তব্য অনুযায়ী বর্তমান সরকারের আমলে এনসিটি চুক্তি না করার সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। নেতাদের সঙ্গে সন্তোষজনক আলোচনার প্রেক্ষাপটে ধর্মঘট সাময়িক প্রত্যাহারের কথা জানান তারা। ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর সোমবার সকাল থেকে আমদানি রফতানি পণ্য সামগ্রীর ওঠানামা, খালাস, ডেলিভারি, পরিবহণ, বিশেষ করে রমজানের খাদ্য ও ভোগ্যপণ্য হ্যান্ডলিংসহ বন্দর কার্যক্রম পুরোদমে সচল হতে শুরু করেছে। চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং টার্মিনাল (এনসিটি) ডিপি ওয়ার্ল্ডকে লিজ দেওয়ার প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে গত ৩১ জানুয়ারি থেকে কর্মবিরতি পালন করে আসছিল বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ। ৪ ফেব্রুয়ারি

থেকে শুরু হওয়া অনির্দিষ্টকালের লাগাতার কর্মসূচির কারণে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যসহ বন্দরের প্রায় সব ধরনের অপারেশনাল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার সমালোচনায় জামায়াতসহ বিভিন্ন দল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) দেওয়া নির্দেশনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। সোমবার দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার এ সংক্রান্ত এক বিবৃতিতে বলেন, ভোটকেন্দ্রে মোবাইল নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত ভোটারদের মধ্যে ভয় ও শঙ্কা সৃষ্টি করতে পারে এবং একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তাই এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে দলটি। ইসির এই নির্দেশনাকে `হঠকারী, এবং `ভোট জালিয়াতির সুযোগ করে দেওয়ার কৌশল, বলে সমালোচনা করেছেন জামায়াতসহ ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য সমর্থিত প্রার্থী ও এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ। সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এসব কথা লেখেন। তিনি লেখেন, "ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধের অর্থ হলো সবাইকে নিজের মোবাইল ঘরে রেখে যেতে হবে। এমনকি কোনো মোজো সাংবাদিক বা সিটিজেন জার্নালিজমও অ্যালাউড না। এটা স্পষ্টত হঠকারী সিদ্ধান্ত। ইঞ্জিনিয়ারিং বা জালিয়াতি করার ইচ্ছে থাকলেই কেবল এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।„ এই সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক উল্লেখ করে তিনি লেখেন, "এমনটা আগে কখনো দেখিনি। এটার মানে কোনো বিপদ হইলেও কল করে কাউকে জানানো যাবে না। অনেকে নিরাপত্তাহীনতার জন্য মোবাইল নিতে না পারলে ভোট দিতেও যাবে না।„ ইসির এই নির্দেশের তীব্র সমালোচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েমও। তিনি তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন "ভোটকেন্দ্র এলাকায় যে-কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে তার কোনো তথ্য, ফুটেজ স্বয়ং ভুক্তভোগীর কাছেও থাকবেনা। নির্বাচন কমিশনের উপর ভর করে এই নব্য ফ্যাসিজম জাতির উপর কারা চাপিয়ে দিলো?„ ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের নির্দেশনা দিয়ে ইসির সিনিয়র সহকারী সচিব মো. শহিদুল ইসলামের স্বাক্ষরে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নির্দেশনা পাঠান। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

শেষ সময়ে জমজমাট প্রচারণা, সন্ধ্যায় দুই শীর্ষ নেতার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আজ শেষ সময়ের প্রচারণায় রাজনৈতিক দলগুলো ও প্রার্থীদের ব্যাপক তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। বিরামহীন প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন প্রার্থীরা। ভোটার কাছে গিয়ে শুনছেন তাদের প্রত্যাশার কথা, দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি। গত ২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই প্রচারণা ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে শেষ করার বিধান রয়েছে। সে হিসেবে আগামীকাল সকাল ৭টার পর রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা কোনো ধরনের সভা-সমাবেশ, মিছিল, প্রচারপত্র বিতরণ কিংবা গণমাধ্যমে প্রচারণা চালাতে পারবেন না। এদিকে, আজ সোমবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তারেক রহমান সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে এবং শফিকুর রহমান রাত ৬টা থেকে ৭টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন বলে জানা গেছে। তাদের ভাষণ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। এর আগে, গতকাল জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সারা দেশে একযোগে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

`যানজটের কারণে হামলার সময় প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে পুলিশ পৌঁছাতে দেরি,

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে অগ্নিকাণ্ড ও হামলার সময় যানজটের কারণে পুলিশ সময়মতো ঘটনাস্থলে যেতে পারেনি বলে দাবি করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। সোমবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। ডিএমপি কমিশনার বলেন, ডেইলি স্টার আর প্রথম আলোতে যে আক্রমণ হলো গভীর রাতে ১১টার সময়। ট্রাফিক জ্যামের কারণে আমার অফিসারদের আমি ওখানে সময়মতো পাঠাতে পারি নাই এবং এ ধরনের ঘটনা ঘটলো। তখন তো সব ব্লেম (দায়) পুলিশের ওপর আসলো। ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর রাতে ঢাকার কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। সে সময় পরিস্থিতি সামাল দিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গাফিলতির অভিযোগ ওঠে। হামলার সঙ্গে সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করা হলেও, পুলিশের দেরিতে পৌঁছানো নিয়ে সমালোচনা হয়।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৯.০২.২০২৬ এলিনা)

এনএইচকে

থাইল্যান্ডের ক্ষমতাসীন দল সর্বাধিক আসনে জিতবে বলে ধারণা করা হচ্ছে

রবিবারের সাধারণ নির্বাচনে থাইল্যান্ডের ক্ষমতাসীন পুনজাইথাই পার্টি সর্বাধিক আসন পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তাদের এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের সম্ভাবনা কম। থাইল্যান্ডের সরকারি সম্প্রচার মাধ্যম পিবিএস জানিয়েছে যে, ৯২ শতাংশ ভোট গণনা শেষে, প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুনের নেতৃত্বাধীন পুনজাইথাই পার্টি ৫০০ আসনের নিম্নকক্ষ সংসদে ১৯৪টি আসন পেতে পারে। নির্বাচনে দলটি বড়ো ধরনের জয়লাভ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড়ো বিরোধী দল পিপলস পার্টির বড়ো ধরনের ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে। তরুণ ভোটারদের সমর্থনে দলটি জরিপে এগিয়ে থাকলেও, তাদের আসন সংখ্যা কমে ১১৬-তে নেমে আসতে পারে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার সাথে যুক্ত পুউয়া থাই পার্টির আসন সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে ৭৬-এ নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদের সুযোগ নিয়ে অনুতিন তার দলের সমর্থন প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রতিবেশী কম্বোডিয়ার সাথে সাম্প্রতিক সামরিক সংঘর্ষের বিষয়ে তিনি কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। (এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ০৮.০২.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

ভোটকেন্দ্রে মুঠোফোন নিয়ে যেতে পারবেন ভোটার-প্রার্থী-সাংবাদিক : ইসি সচিব

ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে মুঠোফোন নেওয়া নিয়ে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। তিনি বলেন, ”এটা আমরা সংশোধন করে দিচ্ছি। মুঠোফোন নিয়ে ভোটাররা ভেতরে যাবেন, প্রার্থী ও তাদের এজেন্টরা যাবেন। তবে গোপন কক্ষে তারা ছবি তুলবেন না।„ নির্বাচন কমিশন ভবনে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইসি সচিব বলেন, নির্বাচন কমিশন যা বোঝাতে চেয়েছিল, সেটা তারা বোঝাতে পারেনি, তাই ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। রোববার নির্বাচন কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে ফোন নিয়ে যাওয়া যাবে না। এ ঘোষণা জানাজানির পর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম সন্ধ্যার মধ্যে সিদ্ধান্ত পাল্টানো না হলে, নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করার হুমকি দেন। এরপর সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশন সচিব ভোটকেন্দ্রে মুঠোফোন নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করেন। তবে পোলিং এজেন্ট, পোলিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিজাইডিং অফিসারদের কাছে মুঠোফোন থাকবে না বলে জানান তিনি। ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকরাও মুঠোফোন নিয়ে যেতে পারবেন উল্লেখ করে ইসি সচিব বলেন, ”সংবাদকর্মী বা পর্যবেক্ষকরা এটা নিয়ে ভেতরে যেতে পারবেন কি না, বিষয়টা আমি নিশ্চিত করছি যে, আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন।„ এখন পর্যন্ত নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট কাজে দেশে ৫৪০ জন বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক এসেছেন। এর মধ্যে ইসির আমন্ত্রণে বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ৬০ জন, আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা থেকে ৩৩০ জন এবং ৪৫টি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম থেকে প্রায় ১৫০ জন সাংবাদিক রয়েছেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণায় দেরি হওয়ার যৌক্তিক কারণ নেই বলে জানান ইসি সচিব। তবে তিনি বলেন, ভোট গণনায় তিনদিন বা পাঁচদিন লাগার কোনো আশঙ্কা নেই। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

ভোটকেন্দ্রে মোবাইল নিষিদ্ধ, তীব্র প্রতিক্রিয়া এনসিপির

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের সময় ভোটকেন্দ্রের ভেতরে মুঠোফোন নিয়ে যেতে পারবেন না ভোটাররা। এমনকি ৪০০ গজ ব্যাসার্ধের মধ্যেও মুঠোফোন নিয়ে যাওয়ার অনুমতি থাকবে না। রোববার নির্বাচন কমিশনের দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। তবে ভোটকেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার, দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ ইনচার্জ এবং `নির্বাচন সুরক্ষা-২০২৬, অ্যাপ ব্যবহারকারী আনসার বা ভিডিপির দুই সদস্য মুঠোফোন নিয়ে যেতে পারবেন। এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দলটির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ আসনের প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ সোমবার ফেসবুকে লিখেছেন, ”এটা স্পষ্টত হঠকারী সিদ্ধান্ত। ইঞ্জিনিয়ারিং বা জালিয়াতি করার ইচ্ছা থাকলেই কেবল এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।„ তিনি এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমও একই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৯ আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত ৫১টি দল এবার নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

বোয়িংয়ের কাছ থেকে ১৪-টি বিমান কিনছে বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো ও বাংলাদেশি পণ্যের ওপর শুল্ক কমানোর লক্ষ্যে বিমান বাংলাদেশের জন্য বোয়িংয়ের কাছ থেকে ৩০ হাজার কোটি থেকে ৩৫ হাজার কোটি টাকা মূল্যের ১৪টি উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি সই করতে যাচ্ছে সরকার। রোববার নিজ কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাণিজ্য ও বেসামরিক বিমান চলাচলবিষয়ক

উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন বলেন, "এয়ারবাস ও বোয়িং থেকে পাওয়া প্রস্তাবগুলোর ভিত্তিতে একটি টেকনো-ফাইন্যানশিয়াল বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়েছে। উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বোয়িংয়ের সঙ্গে দাম নিয়ে আলোচনা করেছেন।„ উপদেষ্টা বলেন, দাম নিয়ে এখনো আলোচনা চলছে। যদি আমরা এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পারি, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু যদি না পারি, তাহলে দুর্ভাগ্যবশত আমরা ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারব না। তিনি আরও বলেন, "আমরা উড়োজাহাজ কেনার যে প্রস্তাব দিচ্ছি, তার দাম ৩০ হাজার কোটি থেকে ৩৫ হাজার কোটি টাকার মধ্যে হতে পারে। এই অর্থ আমাদের ১০ বছরে পরিশোধ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, সময় এর চেয়েও বেশি লাগতে পারে, কারণ পরিশোধ সূচি খুব দীর্ঘমেয়াদি। পুরো অর্থ পরিশোধে ২০ বছর পর্যন্ত লাগতে পারে। সে হিসাবে, বছরে আমাদের প্রায় ১ হাজার ৫০০ কোটি থেকে ২ হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করতে হতে পারে।„(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

ঢাকা-১৮ থেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহার মান্নার

ঢাকা-১৮ আসন থেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিলেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। গতকাল রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে তিনি এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। নির্বাচনের তিনদিন আগে তিনি এ ঘোষণা দিলেন। ওই পোস্টে মান্না লিখেছেন, তিনি বগুড়ায় অবস্থান করছেন। ঢাকা-১৮ আসনে নির্বাচন করা ব্যয়বহুল। এই ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নয় বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মান্না বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সেখান থেকেই তিনি এই পোস্ট দেন। পোস্টে তিনি লেখেন, "এখন আমি বগুড়ায়। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৮ এবং বগুড়া-২ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।„ মান্না লিখেছেন, "ঢাকা-১৮ একটি বিশাল নির্বাচনি এলাকা। এর অন্তর্গত সাড়ে সাতটি থানা এবং সাড়ে ছয় লক্ষের মতো ভোটার এখানে। নির্বাচন এতই ব্যয়বহুল যে, তা নির্বাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষিতে আমি ঢাকা-১৮ এর নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার এই সিদ্ধান্তে হয়ত অনেকে মনে কষ্ট পাবেন। তাদের কাছে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।„ এর আগে বগুড়া-২ আসনে ঋণখেলাপির অভিযোগে মান্নার প্রার্থিতা বাতিল হয়। পরে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল করে তিনি তা ফিরে পান। অন্যদিকে ঢাকা-১৮ আসনে তার মনোনয়নপত্র শুরু থেকেই বৈধ ছিল।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে অপতথ্যের `বন্যা'

বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে নানা হুমকির মধ্যে নিঃশব্দ বিপদ ডেকে আনছে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অপতথ্য। বিশ্লেষকরা সতর্ক করে বলছেন, সুসংগঠিত অপপ্রচারের এই ঢল ভোটারদের সিদ্ধান্তকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। আর এই অপতথ্যের বড়ো অংশই আসছে প্রতিবেশী ভারত থেকে। অপপ্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার দাবি। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ ধর্মীয় সংখ্যালঘু, যাদের সিংহভাগ হিন্দু। সোশ্যাল মিডিয়ায় `হিন্দু গণহত্যা' হ্যাশট্যাগ দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে অসংখ্য পোস্ট ও ভিডিও। বাংলাদেশ পুলিশের জানুয়ারিতে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে, ২০২৫ সালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোট ৬৪৫টি ঘটনার মধ্যে মাত্র ১২ শতাংশকে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব অর্গানাইজড হেট জানায়, তারা ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত শুধু এক্স প্ল্যাটফর্মে `হিন্দু গণহত্যা' দাবিতে ১ লাখ ৭০ হাজারেরও বেশি অ্যাকাউন্ট থেকে সাত লাখের বেশি পোস্ট ট্র্যাক করেছে। সংস্থাটির প্রধান রাকিব নায়েক এএফপিকে জানান, এসব পোস্টের ৯০ শতাংশেরও বেশি করা হয়েছে ভারত থেকে। বাকি অংশ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সক্রিয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেটওয়ার্ক থেকে করা হয়েছে।

এআইয়ের ভয়ংকর ব্যবহার

এএফপির ফ্যাক্ট চেক টিম যে-সব ভুয়া খবর খণ্ডন করেছে, তার মধ্যে কিছু উদাহরণ বিস্ময়কর। একটি এআই-জেনারেটেড ভিডিওতে দেখা যায়, একজন নারী যার হাত নেই, তিনি আবেগের সাথে বিএনপিকে ভোট না দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছেন। অথচ এই নারীর কোনো বাস্তব অস্তিত্বই নেই। আরেকটি কৃত্রিম ভিডিওতে একজন হিন্দু নারী দাবি করছেন, তাদের জামায়াতে ইসলামীকে ভোট দিতে বাধ্য করা হচ্ছে, না হলে ভারতে নির্বাসিত করা হবে। ইউটিউব, ফেসবুক, টিকটক ও ইনস্টাগ্রামে যে শত শত এআই-তৈরি ভিডিও ছড়িয়ে আছে, তার খুব কমই এআই সতর্কতা লেবেল দিয়ে চিহ্নিত।(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

`প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে' ছাত্ররা প্রথম মাসেই ছিটকে পড়েছিল

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মাহফুজ আলম নানা বিষয়ে কথা বলেছেন ডিডাব্লিউয়ের সঙ্গে। অন্তর্বর্তী সরকারে ছাত্র প্রতিনিধিদের সত্যিকারের কোনো ক্ষমতা ছিল না বলেও মন্তব্য

করেছেন মাহফুজ আলম। তিনি বলেন, তাদের রাখা হয়েছিল কেবলই `ছাত্ররাই সব' এমনটা দেখানোর জন্য। সংক্ষিপ্ত আকারে সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ তুলে ধরা হলো পাঠকদের জন্য। বিস্তারিত সাক্ষাৎকার শুনতে পাবেন ভিডিওতে।

ডয়চে ভেলে : আপনারা ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসাবে উপদেষ্টা পরিষদে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে কি আপনারা ছাত্রদের প্রতিনিধি হতে পেরেছিলেন আসলে?

মাহফুজ আলম : অধিকাংশ ক্ষেত্রে হওয়া গেছে। ছাত্রদের প্রতিটা ইস্যু প্রথম ছয় থেকে সাত মাস ডিল করা হয়েছে। আমরা তিনজন সেগুলো ডিল করেছি। বিশেষ করে, রাজনৈতিক ইস্যুগুলো আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ডিল করেছি।

ডয়চে ভেলে : মানুষের এক ধরনের পারসেপশন আছে। অনেক বিশ্লেষকও এটা বলে থাকেন যে, উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে নানা ধরনের গ্রুপ আছে। একেক উপদেষ্টা একেক গ্রুপের পারপাস সার্ভ করেন। আপনি কি সেটা দেখেছেন? আমাদের বলবেন?

মাহফুজ আলম : আমার মনে হয়, এখন আমি এ বিষয়ে কথা বলার অবস্থানে নেই।

ডয়চে ভেলে : এর মানে আপনি স্বীকারও করছেন না, অস্বীকারও করছেন না?

মাহফুজ আলম : হ্যাঁ। ইতিহাস বিচার করবে আমরা কোথা থেকে কোথায় আসলাম, কেন আসলাম। আমি শুধু এতটুকু আজ বলব, পরবর্তীতে বলার সুযোগ বা সময় হলে আরো বলবো। ছাত্রদের যে পরিমাণ দোষ দেওয়া হয়, তার এক শতাংশও ছাত্রদের না।

ডয়চে ভেলে : কার?

মাহফুজ আলম : ওল্ড গার্ডসদের। যারা ছাত্রদের কেবল সামনে দেখিয়েছে যে, দেখো, এরাই সবকিছু করেছে, এরাই সবকিছুর জন্য পাপী। ক্ষমতায়ন করা বলতে যা বোঝা যায়, ছাত্রদের কতটা ক্ষমতায়ন করেছে সবাই মিলে?

ডয়চে ভেলে : আপনি সরাসরি প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ছিলেন।

মাহফুজ আলম : প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসাবে আমার কাজ কী ছিল? আপনি সাংবাদিক হিসাবে জানেন। এটাই ইতিহাস ব্যাখ্যা করবে, আপনিই সাংবাদিক হিসাবে জানেন না, আমার কাজ কী ছিল।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজঃ ০৯.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

ধানের শীষ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রতীক : তারেক রহমান

ধানের শীষকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশ পুনর্গঠনের যাত্রা শুরু করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সোমবার বিকেলে রাজধানীর মতিঝিলের পীর জঙ্গি মাজার রোডে ঢাকা-৮ আসনের নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা-৮ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী, এলাকার সন্তান ও পরীক্ষিত নেতা মীর্জা আব্বাসের হাতে দলীয় প্রতীক তুলে দেন। এরপর ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ”১২ তারিখ আপনারা মীর্জা আব্বাসকে বিজয়ী করবেন, আর ১৩ তারিখ থেকে তিনি আজীবন আপনাদের পাশে থাকবেন। এলাকার সমস্যা সমাধানে বাইরের কেউ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। ঘরের মানুষকেই ঘরের মানুষ চেনে। এলাকার মানুষের দুঃখ-কষ্ট বোঝে- এমন মানুষ ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়„- মীর্জা আব্বাসের পক্ষে ভোট চেয়ে ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেন তিনি। তারেক রহমান আরও বলেন, এই নির্বাচন শুধু ক্ষমতা পরিবর্তনের নয়, এটি দেশের ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের নির্বাচন, যার জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং জীবনের ভিত্তি এই এলাকার মানুষের সঙ্গে জড়িত, তাকেই জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করা উচিত।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজঃ০৯.০২.২০২৬ আসাদ)

চারদিন নির্বাচনি এলাকায় বহিরাগত নিষিদ্ধ : ইসি

যে-কোনো ব্যক্তির নিজ এলাকার বাইরে ৮১ ঘণ্টার জন্য বা চারদিন অবস্থান নিষিদ্ধ করেছে নির্বাচন কমিশন। গণভোট ও সংসদ নির্বাচনে নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত নেয় ইসি। সোমবার ইসির সিনিয়র সহকারী সচিব মো. শহিদুল ইসলাম নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে সব জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারদের নির্দেশনা পাঠান। এতে বলা হয়, গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রভাবমুক্ত, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচনি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, নির্বাচন কমিশনের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার বাসিন্দা বা ভোটার ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটগ্রহণ শুরুর ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে ভোটগ্রহণ সমাপ্তির ২৪ ঘণ্টা পর অর্থাৎ ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭টা থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় অবস্থান না করার বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত দিয়েছে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজঃ০৯.০২.২০২৬ আসাদ)

ঢাকায় ৩৭ কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ : ডিএমপি কমিশনার

১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ঢাকা মহানগরীতে ভোটকেন্দ্রগুলোর মধ্যে ৩৭টি ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। তিনি বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে থাকবে বডি ক্যামেরা। সোমবার দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত 'নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে ডিএমপি কর্তৃক গৃহীত নিরাপত্তা পরিকল্পনা সংক্রান্ত' সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ডিএমপিতে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের সংখ্যা ১৬১৪টি। এই কেন্দ্রগুলোতে ৪ জন করে পুলিশ সদস্য থাকবে। ৫১৭টি সাধারণ ভোটকেন্দ্রে তিনজন করে পুলিশ সদস্য মোতায়েন থাকবে। ৩৭টি ঝুঁকিপূর্ব কেন্দ্র রয়েছে উল্লেখ করে ডিএমপি কমিশনার বলেন, ৩৭টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ, এই কেন্দ্রগুলোতে সাতজন করে পুলিশ মোতায়েন থাকবে। এছাড়া, থাকবে বডি ক্যামেরা। তিনি আরও বলেন, ডিএমপির ২৫ হাজার সদস্যের নির্বাচনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় মোতায়েন থাকবে ডিএমপির স্পেশাল রিজার্ভ ফোর্স, বোম ডিসপোজাল ইউনিট ও ডগ স্কোয়াড।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০২.২০২৬ আসাদ)

ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিক-পর্যবেক্ষকরা মোবাইল নিতে পারবেন : ইসি সানাউল্লাহ

১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের দিন সাংবাদিক ও নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা ভোটকেন্দ্রের ভেতরে মোবাইল ফোন বহন করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। সোমবার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে ফলাফল বুথ পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তিনি বলেন, সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকরা মোবাইল ফোন নিয়ে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করলে কোনো ধরনের সমস্যায় পড়বেন না। এর আগে, নির্বাচন কমিশন ভোটগ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে মোবাইল ফোন বহন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে একটি নির্দেশনা জারি করে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০২.২০২৬ আসাদ)

এজাজের বিদায়, ডিএনসিসির নতুন প্রশাসক সুরাইয়া আখতার

মোহাম্মদ এজাজের মেয়াদ শেষ হওয়ায়, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ডিএনসিসির নতুন প্রশাসক নিয়োগ পেয়েছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সুরাইয়া আখতার জাহান। সোমবার স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। গত বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক নিয়োগ পান মোহাম্মদ এজাজ। তিনি এক বছরের জন্য এ পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। এজাজ বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিভার অ্যান্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টারের চেয়ারম্যান ছিলেন। মোহাম্মদ এজাজের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নানান অনিয়ম, দুর্নীতি ও ঘুস গ্রহণের অভিযোগ তদন্ত করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান চলমান থাকায় দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১ ফেব্রুয়ারি তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন আদালত।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০২.২০২৬ আসাদ)

সংকোচন অবস্থানেই থাকছে মুদ্রানীতি, কমলো এসডিএফ সুদহার

উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফেরানো এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধেও কঠোর মুদ্রানীতি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ঘোষিত মুদ্রানীতিতে সুদহার ১০ শতাংশ এবং এসএলএফ ১১ দশমিক ৫ শতাংশ রাখা হয়েছে। তবে, এসডিএফ ৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আশা করছে, এ নীতির ফলে ধীরে ধীরে মূল্যস্ফীতি কমবে, ব্যাংকিং খাতে স্থিতিশীলতা ফিরবে এবং অর্থনীতি স্বাভাবিক গতিতে ফিরতে শুরু করবে। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০২.২০২৬ আসাদ)

ভোটের ফলাফল আসতে দেরি হওয়ার কারণ নেই : ইসি সচিব

ভোটের ফলাফল আসতে ডিলে (দেরি) হওয়ার কোনো কারণ নেই বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। তিনি বলেছেন, প্রতিটা ব্যালট গণনা হবে। ভোট ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টায় শুরু হবে। পরদিন অর্থাৎ শুক্রবার সকাল ১০টায় গণনা শেষ হবে। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। গণভোটের কারণে ভোট গণনায় সময় লাগবে এমন প্রচার চলছে, এ বিষয়ে জানতে চাইলে সচিব বলেন, সময় লাগার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমরা ভোট গণনা শুক্রবার সকাল ১০টায় শেষ করবো। প্রতিটা ব্যালট গণনা হবে। এই সময় দিতে হবে। সব আসনে ভোটার কিন্তু সমান নয়। ভোট দ্রুত গণনা করে কর্মকর্তারাও বাড়ি যেতে চান। কেউ ব্যালট নিয়ে বসে থাকবেন না।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০২.২০২৬ রিহাব)

ইপিএ চুক্তি; সেবাখাতে জাপানের ভালো বিনিয়োগ প্রত্যাশা বাংলাদেশের

অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তির (ইপিএ) আওতায় জাপানকে ৯৮টি সেবাখাতে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়েছে বাংলাদেশ। বিপরীতে বাংলাদেশকে ১২০টি সেবাখাতে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়েছে জাপান। এতে বাংলাদেশের সেবাখাতে জাপানের ভালো বিনিয়োগ আসবে বলে প্রত্যাশা করছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে জাপানের সঙ্গে সই হওয়া ইপিএ চুক্তি নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানানো হয়। এসময় বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন ও বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমানসহ মন্ত্রণালয়ের অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য সচিব বলেন, জাপান আমাদের জন্য ১২০টি সেবাখাত উন্মুক্ত করেছে। আমরা ৯৮টি সেবাখাত উন্মুক্ত করতে পেরেছি। আগে যেখানে শুধু পাঁচ তারকা হোটেল ও মোবাইল ফোনের দুটি খাত উন্মুক্ত ছিল। আশা করছি, জাপানের ভালো বিনিয়োগ পাবো আমরা। তিনি বলেন, জাপানের সঙ্গে এটি বাংলাদেশের প্রথম অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি। এ চুক্তির মাধ্যমে ১ হাজার ৩৯টি পণ্য চুক্তি সইয়ের প্রথমদিন থেকেই উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে। জাপান আমাদের ৭ হাজার ৩৭৯টি পণ্যে প্রবেশাধিকার দিয়েছে। আমরা আরও কিছু পণ্যে তাদের প্রবেশাধিকার দেবো। এই প্রবেশাধিকারগুলো ধাপে ধাপে ৫ থেকে ১৫ বছরে হবে। এটি হচ্ছে ট্রেডিং অংশ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০২.২০২৬ রিহাব)

সাবেক বিচারক-সচিবসহ আটজনের বিরুদ্ধে মামলা করবে দুদক

ধানমন্ডির `গৃহায়ন ধানমন্ডি, প্রকল্পে ফ্ল্যাট বরাদ্দে অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে সাবেক বিচারক ও সিনিয়র সচিবসহ আটজনের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সাংবাদিকদের এ কথা জানান দুদকের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম। তিনি বলেন, ধানমন্ডির `গৃহায়ন ধানমন্ডি, প্রকল্পে ফ্ল্যাট বরাদ্দে অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে অনুসন্ধান শেষে আটজনের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। দুদকের অভিযোগ, `গৃহায়ন ধানমন্ডি (প্রথম পর্যায়), প্রকল্পে দায়িত্বে থাকা পাবলিক সার্ভেন্টরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাধারণ সিংগেল ফ্ল্যাটের বদলে প্রায় দ্বিগুণ আয়তনের দুটি ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেন। এতে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ২২২তম ও ২২৫তম বোর্ড সভায় বৈষম্যমূলক ও বিধি-বহির্ভূত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ডি-১২ ও ডি-১৩ এবং সি-১২ ও সি-১৩ নম্বর চারটি ফ্ল্যাট একত্র করে দুটি ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট তৈরি করা হয়, যা প্রকল্পের প্রস্পেক্টাস ও বিদ্যমান বিধিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০২.২০২৬ রিহাব)

নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ বিজিবি মহাপরিচালকের

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজিবিসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী। রোববার চট্টগ্রাম-৬ আসনের অন্তর্গত রাউজান সালামত উল্লাহ উচ্চবিদ্যালয়ে এবং চট্টগ্রাম-২ আসনের অন্তর্গত ফটিকছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে স্থাপিত বিজিবির নির্বাচনি বেইজ ক্যাম্প পরিদর্শনকালে এ নির্দেশনা দেন তিনি। এ সময় তিনি বেইজ ক্যাম্পে নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত বিজিবি সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে নির্বাচনি দায়িত্ব পালনের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেন। মহাপরিচালকের পরিদর্শনকালে বিজিবি সদর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিজিবির চট্টগ্রাম রিজিয়ন কমান্ডারসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরে বিজিবি মহাপরিচালক চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে মতবিনিময় করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০২.২০২৬ রিহাব)

প্রয়োজনে ঐকমত্যের সরকারের কথা ভাববে বিএনপি : আমীর খসরু

প্রয়োজন মনে করলে বিএনপি ঐকমত্যের সরকার গঠনের বিষয়ে ভাবতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম-১১ আসনে বিএনপির প্রার্থী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, ৪২টি দল মিলে ঘোষিত ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে যে-সব দল একমত হবে, তাদের সঙ্গে আলোচনা হতে পারে। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দলীয়ভাবে নেওয়া হবে। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সকালে নগরের মেহেদিবাগে নিজ বাসভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। আমীর খসরু বলেন, দেশে এখন ভোটের উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দীর্ঘ সময় পর নতুন প্রজন্ম ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছে। নির্বাচিত হলে চট্টগ্রাম-১১ আসনে ১১টি অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০২.২০২৬ রিহাব)

দেশের ইতিহাসে অন্যতম সেরা নির্বাচন হবে এবার : প্রধান উপদেষ্টা

এবারের নির্বাচন দেশের ইতিহাসে `ওয়ান অব দ্য বেস্ট ইলেকশন, হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার যে-সব লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছিল, তা প্রায় ৯০ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এক

প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম প্রধান উপদেষ্টার বরাত দিয়ে এসব কথা বলেন। শফিকুল আলম জানান, প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের পূর্ববর্তী পরিস্থিতি উল্লেখ করে বলেন, ”আগের নির্বাচনগুলো ছিল প্রকৃত অর্থে নির্বাচন নয় বরং এক ধরনের মুখি বা `ফেক ইলেকশন,।„ তবে এবারের নির্বাচন হবে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য। তিনি জানান, নির্বাচনের মাত্র দুইদিন বাকি এবং সরকার প্রায় লক্ষ্য পূরণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। প্রধান উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করেছেন, এবারের নির্বাচন দেশের রাজনৈতিক কাঠামোতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনবে। তিনি আরও বলেন, এবার প্রথমবারের মতো প্রবাসী বাংলাদেশিরা নির্বাচনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন, ফলে তারা দেশের বিভিন্ন বিষয়ে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ রিহাব)

অর্থনীতি খারাপ অবস্থায় নেই, তবে সংস্কার ছাড়া বিকল্প নেই : অর্থ উপদেষ্টা

নানা অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও, দেশের অর্থনীতি বর্তমানে খারাপ অবস্থায় নেই বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তবে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা ও টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সংস্কার, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং আগামী নির্বাচিত সরকারের দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার অপরিহার্য বলে তিনি মনে করেন। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে `ম্যাক্রোইকোনমিক ইনসাইটস : অ্যান ইকোনমিক রিফর্ম অ্যাজেন্ডা ফর দ্য ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট, শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ রিহাব)

১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই : ইসি সচিব

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। তিনি বলেন, ভোটের জন্য এখন ৬০ ঘণ্টারও কম সময় বাকি। ভোট নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই। যদি এখন বলি শঙ্কা আছে, তবে মনে হবে, আমার আস্থার অভাব আছে। কাজেই শঙ্কার কোনো কারণ নেই। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নিজ কার্যালয়ের সামনে ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সচিব এসব কথা বলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ রিহাব)

ভোটের দিন বন্ধ থাকবে পাকিস্তান হাইকমিশন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে আগামী বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ঢাকায় অবস্থিত পাকিস্তান হাইকমিশন বন্ধ থাকবে। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে পাকিস্তান হাইকমিশন। হাইকমিশনের বার্তায় উল্লেখ করা হয়, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন পাকিস্তান হাইকমিশন বন্ধ থাকবে। জরুরি ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বসবাসরত পাকিস্তানি নাগরিকরা নিম্নলিখিত নম্বর ও ই-মেইলে যোগাযোগ করতে পারবে। হাইকমিশনের বার্তায় বলা হয়, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন পাকিস্তান হাইকমিশন বন্ধ থাকবে। তবে জরুরি প্রয়োজনে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি নাগরিকরা নিম্নলিখিত নম্বর ও ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ রিহাব)

অধস্তন আদালতের বিচারকদের অবকাশকালীন ছুটি দুই ধাপে

অধস্তন আদালতের বিচারকদের অবকাশকালীন ছুটি এখন থেকে দুই ধাপে কাটাতে হবে। জুনের প্রথমার্ধে ১৫ দিন ও ডিসেম্বরের শেষার্ধে ১৫ দিন ছুটি থাকবে নিম্ন আদালতে। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সুপ্রিম কোর্টের ফুলকোর্ট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চলতি বছর থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। সভার একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সোমবার বিকেলে সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান বিচারপতি। এতে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিরা অংশ নেন। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ে ৪৬ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে পদায়নের সিদ্ধান্ত হয় ফুলকোর্ট সভায়। এরই মধ্যে ৬ কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রেকর্ড ভবনের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৬ রিহাব)

BBC

HONG KONG COURT JAILS MEDIA TYCOON AND BRITISH CITIZEN JIMMY LAI FOR 20 YEARS

Jimmy Lai, Hong Kong's pro-democracy media tycoon, has been jailed for 20 years for colluding with foreign forces under the city's controversial national security law. Rights groups called it a death sentence for the 78-year-old, whose family has raised concerns about his health, but Hong Kong's leader said it was "deeply gratifying". This is the harshest punishment to be handed down under the law, which China imposed after huge protests in 2019 demanding more freedom, and defend as essential for the city's stability.
(BBC News Web Page: 09/02/26, FARUK)

JAPANESE STOCKS SURGE AS TAKAICHI SECURES HISTORIC ELECTION VICTORY

Japanese stocks surged to a record high on Monday, as Prime Minister Sanae Takaichi's Liberal Democratic Party (LDP) basked in a historic election victory. The LDP secured 316 out of 465 seats in Sunday's election, the first time a single party has won a two-thirds lower house majority since Japan's parliament was established in its current form in 1947. The Japan Innovation Party, the LDP's coalition partner, won in 36 more constituencies, taking their combined total to 352 seats. The resounding mandate is a gamble that paid off for Takaichi, who now faces the challenge of reviving Japan's moribund economy and tackling cost-of-living woes. (BBC News Web Page: 09/02/26, FARUK)

OUTRAGE AS SOUTH KOREAN OFFICIAL SUGGESTS 'IMPORTING' FOREIGN WOMEN TO BOOST BIRTH RATE

A South Korean official who suggested the country "import young women" from "Vietnam or Sri Lanka" to boost its birth-rate has been expelled from his party. Kim Hee-soo, the head of the southern Jindo County, said the woman could be married off to "young men in rural areas" during a town hall last week. The suggestion comes as South Korea continues to grapple with the lowest birth-rates in the world, which could see the country's 50 million-strong population drop by half in 60 years. But Kim's statement, which was televised, did not go down well - triggering a diplomatic protest from Vietnam, days of public anger and his expulsion from the ruling Democratic Party. (BBC News Web Page: 09/02/26, FARUK)

VENEZUELA'S OPPOSITION SAYS PARTY LEADER KIDNAPPED HOURS AFTER BEING FREED

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado said her opposition colleague Juan Pablo Guanipa has been kidnapped just hours after being released from detention. The Nobel Peace Prize winner said on Sunday that Guanipa, leader of the Justice First party, was taken in the Los Chorros neighbourhood of the capital, Caracas. "Heavily armed men dressed in civilian clothes arrived in four vehicles and took him away by force," she wrote on social media early on Monday. A former vice-president of the National Assembly, Guanipa spent eight months in prison and was among several political prisoners released since the US seized Venezuela's then-President Nicolas Maduro in January.
(BBC News Web Page: 09/02/26, FARUK)

ERITREA ACCUSES ETHIOPIA OF FABRICATING REPORT ITS TROOPS HAD CROSSED THE BORDER

Eritrea has hit back at its neighbour Ethiopia describing accusations that its troops were on Ethiopian territory as "false". On Saturday, a letter sent from Ethiopia's foreign minister to his Eritrean counterpart demanded that the soldiers withdraw. It also accused Eritrea of "outright aggression" saying it was conducting joint manoeuvres with Ethiopian rebels in the north and supplying them with weapons. In its response Eritrea said this was part of a "spiral of hostile campaigns against Eritrea for more than two years". There has long been a history of tension between Ethiopia and Eritrea, which split off from its larger neighbour three decades ago, and there are fears of a renewed conflict. (BBC News Web Page: 09/02/26, FARUK)

POLICE PEPPER SPRAY PROTESTERS AS ISRAELI PRESIDENT VISITS SYDNEY

Australian police have used pepper spray against protesters in Sydney demonstrating against Israeli President Isaac Herzog's visit to the country. A number of people were arrested after scuffles with police officers broke out on Monday. Herzog earlier laid a wreath and two stones from Jerusalem at Bondi Beach, the site of a mass shooting at a Jewish festival in December during which 15 people - including a 10-year-old girl - were killed. Australia's senior Jewish leaders hope that Herzog's four-day visit will comfort a grieving community, but others have warned he should not have been invited due to allegations he has incited genocide in Gaza - a claim he denies. (BBC News Web Page: 09/02/26, FARUK)

FOURTEEN KILLED IN LATEST LEBANON BUILDING COLLAPSE, AS WARNINGS OF NEGLECT GROW

The death toll from the collapse of two residential buildings in the northern Lebanese city of Tripoli has risen to 14, state media say. Eight people were rescued alive, Civil Defence director general Imad Khreiss said. Khreiss said the two adjoining buildings were home to 22 residents, but local municipal authorities warned people could still be missing. Social media footage captured the moment the buildings collapsed, with one side giving way at the lower floors before both structures fell almost simultaneously. The latest disaster is the fifth

residential building collapse in Tripoli this winter, highlighting growing concerns over old and undermaintained buildings in Lebanon's poorest city.
(BBC News Web Page: 09/02/26, FARUK)

CENTRE-LEFT CANDIDATE POISED TO COMFORTABLY WIN PORTUGUESE PRESIDENCY

Centre-left candidate Antonio Jose Seguro is poised to comfortably beat his far-right, rival to the Portuguese presidency after a run-off vote. With 95% of votes counted, Seguro has won 66%, with the leader of the far-right Chega (Enough) party, Andre Ventura, trailing behind on 34%. The two men went head-to-head in a campaign at times overshadowed by the deadly storms that has lashed the country in recent days. Seguro, 63, had been backed by politicians on both sides of the aisle, with several conservative figures voicing support for the moderate socialist to see off his far-right opponent.
(BBC News Web Page: 09/02/26, FARUK)

CHILD AMONG 4 KILLED IN LATEST RUSSIAN MISSILE AND DRONE BARRAGE: UKRAINE

At least four people, including a woman and her child, have been killed in Russian drone attacks on Ukraine, according to local officials. The Ukrainian air force said in a statement on Monday that Russian forces fired 11 ballistic missiles and 149 drones across Ukraine overnight. The attacks killed a woman and her 10-year-old son in a residential area of the eastern town of Bohodukhiv, as well as a 71-year-old man in the northern Chernihiv region, Ukrainian officials said. Another person was killed and two others wounded in the southern port city of Odesa, according to regional Governor Oleh Kiper. Residential infrastructure and a gas pipeline were also damaged in an attack on a residential building in the area, said Kiper, accusing Russia of committing "another war crime ... against civilians".
(BBC News Web Page: 09/02/26, FARUK)

:: THE END ::